বাংলাদেশে হাদীস চর্চা : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

মো: আবুল কালাম সরকার*
ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন**

(সার সংক্ষেপ)

ইসলামী শরীয়াতের মূল চার উৎসের মধ্যে হাদীস তথা সুন্নাহ'র স্থান দ্বিতীয়। সে কারণেই ইসলামী শিক্ষার একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে হাদীস চর্চা বা হাদীস শাস্ত্র। বাংলাদেশে হাদীস চর্চার ইতিহাস খুব দীর্ঘ দিনের না হলেও একেবারে কমও নয়। আরবে ইসলাম বিস্তারের পর সেখানকার মুসলিমরা তাদের পূর্বে পুরুষদের চিরাচরিত পেশা অবলম্বন করে ব্যবসা-বাণিজ্যে তৎপর হয়ে ওঠে। এদেরই একটি দল উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে এ অঞ্চলে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত করার ও প্রসারে নিজেদের নিয়োজিত করেন এবং একই সাথে ইসলামী শরিয়তের অন্যতম মৌলিক উৎস হাদীস চর্চার সম্প্রসারণেও ব্রতী হন। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক আকারে হাদীস চর্চা শুরু হয় ত্রয়োদশ শতকে। এ শতাব্দীতে হযরত মখদুম শাহ্ মাহমুদ গজনবী (১৩শ শতকে) তাঁর ১৭জন সহচরসহ পশ্চিমবঙ্গে মোঙ্গল কোটে, শাহ তুরকান শহীদ (মৃ. ১২৮৮ খৃ) বগুড়ায় সর্ব প্রথম মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ১২৩ খৃ. ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর দেশে বহু মসজিদ-মাদ্রাসা স্থাপিত হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কুরআন হাদীসের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। ১২৭৮ খৃ. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা তৎকালীন বাংলার রাজধানী সোনারগাঁয়ে আগমন করেন এবং সেখানে হাদীস শিক্ষার একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাদ্দিস আবু তাওয়ামাই সর্ব প্রথম বাংলাদেশে সহীহায়ন ও মুসলিম নিয়ে আসেন এবং সোনারগাঁয়ে পাঠ দান শুরু করেন। চতুর্দশ শতাব্দিতে হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী (মৃ. ১৩৪৬ খৃ.) তাঁর ৩৬০ জন সহচর সহ দ্বীন প্রচারের উদ্দেশে পূর্ববঙ্গে তথা বাংলাদেশে আগমন করেন। এ শতাব্দীতে কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলে সৈয়দ আহমদ কল্লাশহীদ (১৩শ-১৪শ শতক) হযরত রাস্তি শাহ (১৪শ শতক), দিনাজপুরের প্রখ্যাত আলিম মাওলানা আতা (১৩৬৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে মৃত), তৎকালীন বাঙলার কেন্দ্রস্থল গৌড় ও পাণ্ডুয়ার শেখ আখি সিরাজ উদ্দীন (মৃ. ১৩৫৭ খৃ.) চট্টগ্রামের শাহ বদরুদ্দীন আল্লামা (মৃ. ১৪১৪ খৃ.) ও প্রমুখ বরেণ্য ওলামা এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্ম প্রচার তথা হাদীস চর্চায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে খান জাহান আলী (মৃ. ১৪৫৯ খৃ.) ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্যগণ যশোর, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং হাদীস চর্চায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। বাঙলায় হাদীস চর্চার সূচনা ও ক্রমবিকাশ বিষয়ে অনেক মূল্যবান গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে। তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ এছহাক Indian's Contribution to the study of hedith Literature শিরোনামে পিএইচ ডি ডিগ্রী করেছেন। ইত:মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থটির বাংলা, উর্দু ও আরবী অনুবাদও করা হয়েছে। যাই হোক আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশ ভূখণ্ডে হাদীস চর্চা বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ পর্যালোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস পাব।

Abstract

The place of Hadith or Sunnah is second among the four fundamental sources of Islam Shariah. For this reason, the study of Hadith occupies a major place in Islamic education. The history of the study of Hadith in Bangladesh is neither very old nor very new. After the spread of Islam in Arabia, the Muslims there were engaged in trades and commerce following the profession of their forefathers. One of their groups attempted for the spread of trades and commerce in this region as a result of the establishment of Muslim Rule in the subcontinent. With these traders preachers of Islam and Sufies came to this country and engaged themselves in preaching and spreading Islam and at the same time they

* সহকারী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

worked for the spread of the study of the major fundamental source of Islami Shariah Hadith. But at the beginning there was no institutional study of the Holy Quoran and Hadith, it was rather an individual attempt. Institutional study of Hadith started in Bangladesh in the 13th century. During this century Hazrat Makhdum Shah Mahmud Gojnobi (13th Century) along with his 17 disciples established a madrasa for the first time in Langolcote of West Bengal and Shah Turkan Shaheed (1288 AD) in Bogra. After Bengal was conquered by Ikhtear Uddin Muhammad Bokhtear Khilzee many mosques and madrasas were established in the country and the institutional study of the Quoran and Hadith started in a large scale. Sharfuddin Abu Taoma, a famous Muhaddis came to Sonargaon, the then capital of Bengal in 1278 and set up a center for the study of Hadith there. It was Muhaddis Abu Taoama who at first brought Saheehaon (Bukhari and Muslim) and started teaching them in Sonargaon. In the 14th century Hazrat Shahjalal Yamenee along with his 360 followers come to East Bengal, now Bangladesh for preaching Islam. During this century Syed Ahmad Kolla Shaheed (13th -14th C), Hazrat Rasti Shah (14th C) in Comilla and Noakhali regions, Maolana Ata (died before 1365 AD) of Dinajpur, Sheikh Akhi Shirajuddin (died in 1357) of the center of Bengal Gauda and Pandua, Shah Badruddin Allama (died in 1414 AD) and other famous Olamas played a special role in preaching Islam and practicing Hadith in different parts of the country. In the 15th Century Khan Jahan Ali (died in 1459) along with his obedient disciples preached Islam in Jessore, Khulna and Barisal and they left a significant contribution to the study of Hadith. Many important researches have been conducted regarding the inception and the spread of the study of Hadith. Among them Prof Muhammad Ishaq of the Islamic Studies Department of Dhaka University completed his PhD degree on Indians' contribution to the study of hadith Literature. The book has already been translated into Bengali, Urdu and Arabic. However, the present essay will attempt to present an analysis on the study of Hadith in the post liberation Bangladesh.

হাদীস অর্থ উক্তি। হাদীস শব্দের প্রাথমিক অর্থ সাধারণ-ভাবে ধর্মীয় অথবা ধর্ম-নিরপেক্ষ যে কোন সংবাদ বা ঘটনার বর্ণনা। ইসলামী পরিভাষায় শব্দটি প্রথমে রাসূল কারীম (স:)-এর কথা, কর্ম ও সমর্থন (তাকরীর ও মৌনসম্মতি) ইত্যাদি বর্ণনার বিশেষ অর্থে প্রজোয্য। পরবর্তীকালে সাহাবীদের উক্তি, কার্য ও সমর্থনকেও হাদীসের অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। নবী (স) এবং তাঁর সাহাবীদের বচন ও কর্মের লিখিত বিবরণ হাদীস নামে অভিহিত হয়। এই অর্থে হাদীসের সুবৃহৎ লিখিত সংকলনগুলোও সমষ্টিগতভাবে হাদীসরূপে গণ্য এবং হাদীস সম্পর্কিত বিষয়াদির পর্যালেচনা, অনুসন্ধান, গবেষণা ইত্যাদিকে 'ইলম আল-হাদীস' বলা হয়।[১]

হাদীস হল কুর'আনের ব্যাখ্যা। কুর'আনে কোন কোন বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে কেবল ইংগিত দেয়া হয়েছে। কিন্তু কিভাবে বিধান কার্যকর করতে হবে তার বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে কেবল হাদসিেই। তাই বিস্তারিত বিধান জানা ও কার্যকর করার জন্য হাদীসের বিকল্প নেই। তাছাড়া কুর'আনে বলা হয়েছে।-"তোমাদের জন্য রাসূল (স.) এর মাঝে রয়েছে অনুকরণীয় উত্তম আদর্শ।" রসূল (স.) এর আদর্শ জানার নির্ভরযোগ্য উৎস হল আল-হাদীস।

কুর'আনের অন্যত্র বলা হয়েছে-"হে নবী! বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও তবে আমাকে অনুসরণ কর।[২] আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্য রাসূল (স.)-এর অনুসরণ অপরিহার্য। বর্তমানে রাসূল (স.) এর অনুসরণ করা যেতে পারে হাদীসের মাধ্যমে। আল্লাহ আরো বলেন-"বলুন হে নবী, আল্লাহ ও রাসূল (স.) কে মেনে চল।[৩] "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের মধ্য হতে দায়িত্বশীল লোকদেরও .... ।[৪]

দিন দিন কালের বিবর্তন হচ্ছে। ফলে যতই দিন যাচ্ছে সমাজে ততই নিত্য-নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। সেই সমস্যার সমাধান অনেক ক্ষেত্রে কুর'আনে না থাকলেও হাদীসে বিদ্যমান। তাই হাদীস হল ইসলামী আইনের

দ্বিতীয় উৎস। আর এ কারণেই হযরত মুয়ায বিন জাবল (রা.) কে বিচারক হিসেবে ইয়ামেন পাঠানোর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (স.) জিজ্ঞেস করেছিলেন-'তুমি কিভাবে যাবতীয় সমস্যা ফয়সালা দিবে? তিনি জবাবে বলেছিলেন প্রথমে কুর'আনে সমাধান সন্ধান করব, কুর'আনে না পাওয়া গেলে হাদীসে সমাধান সন্ধান করব এবং এর পরও যদি হাদীসে না পাওয়া যায় তবে নিজ গবেষণালব্ধ জ্ঞান দ্বারা সমস্যার সমাধান করব।[৫]

তাছাড়া ইসলামের ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উৎস হল হাদীস। ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস জানার জন্যও হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

প্রাচীন কালে বাংলাদেশে হাদীস চর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

রাসূল (স:) এর জীবদ্দশায়ই আরবদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশে ইসলামের চিরন্তন বাণী ছড়িয়ে পড়ে। অত:পর সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনগণের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত শ্রম-সাধনার ফলে খোলাফায়ে রাশেদার প্রথম যুগেই ইসলাম পশ্চিমে মরক্কো, স্পেন, পর্তুগাল, পূর্বে সুদূর চীন, ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও তথা সমগ্র মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও মালদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। মুহাদ্দিস ইমাম আবাদান মাওয়াযীর এর গ্রন্থ থেকে জানা যায় রসূল (স.) এর সাহাবী ওয়াক্কাস মালিক ইবনু ওহাইব (রা.) নবূয়তের ৫ম সনে (খ্রীষ্টীয় ৬১) হাবশায় হিজরত করেন। নবুয়াতের সপ্তম সনে (খ্রীষ্টীয় ৬১৭) তিনি কায়েস ইবন হুযায়ফা (রা), উরওয়াহ ইবন আছাছা (রা) আবূ কায়েস ইবনুল হারেছ এবং কিছু সংখ্যক হাবসী মুসলিমসহ দুটি জাহাজে করে চীনের পথে সমুদ্র পাড়ি দেন।[৬]

ঐতিহাসিক বর্ণনার দ্বারা জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ৭ম শতকে হযরত উমর (রা.) এর শাসনামলে কয়েকজন ধর্ম প্রচারক হযরত মামুন ও মুহায়মিন এর নেতৃত্বে এদেশে আগমন করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে হযরত হামেদ উদ্দীন, হযরত হুসাইনুদ্দিন, হযরত মুর্তাজা, হযরত আবদুল্লাহ আবূ তালিব (রহ.) ইসলাম প্রচার অভিযানে এদেশে আগমন করেন।[৭] তারা এ দেশের প্রচলিত ভাষাও কিছু কিছু আয়ত্ত করে এর সাহায্যে ইসলাম প্রচার করতেন। অনেক সময় দোভাষীর সাহায্য গ্রহণ করতেন-যারা বাংলঅয় তরজমা করে স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতেন।

অষ্টম শতাব্দির প্রথম দিকে এ উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমনের সূচনা হয় যখন মুহাম্মদ বিন কাসিম কেবল রাজ্যে অবতরণ করে সিন্ধু এবং মুলতান জয় করেন। তবে এ বিজয় বঙ্গদেশের মত পুর্বাঞ্চলেতো দূরের কথা উপমহাদেশের অভ্যন্তরেও কোন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। মুসলিম রাজনৈতিক শক্তি ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এদেশসহ উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে প্রবেশ করে। উপমহাদেশের সাথে বহু পূর্ব থেকে আরবদের ব্যবসায়িক যোগাযোগ ছিল।[৮] তৎকালে আরবরা ব্যবসা বাণিজ্যে অতি তৎপর ছিল। বছরে অন্তত দু'বার ব্যবসা বাণিজ্যের নৌবহর চট্টগ্রাম উপকূলে এসে নোঙ্গর করত। এমন কি তারা প্রাচ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এশিয়ার সমুদ্রপথ ইউরোপবাসীদের নিকট অজানা ছিল। তাই ইউরোপের ব্যবসায়ীরাও আরবদের মাধ্যমে এশিয়ার পণ্যদ্রব্য ক্রয় করত। আরবে ইসলাম বিস্তারের পর আরবের মুসলমানরাও তাদের পূর্ব পুরুষদের চিরাচরিত পেশা অবলম্বন করে ব্যবসা-বাণিজ্য তৎপর হয়ে ওঠে। এ আরবীয় মুসলমান ব্যবসায়ীরাই সমুদ্রপথে দূরপ্রাচ্যে যাতায়াত কালে চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে প্রথম যোগাযোগ স্থাপন করে। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যে পাওয়া খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর খলিফার নামাঙ্কিত মোহর প্রমাণ করে যে, সে সময় এ দেশে মুসলিম বণিকদের সমাগম হয়েছিল।[৯] এভাবে আরব মুসলমান ব্যবসায়ীরই সমুদ্র পথে ব্যবসার মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশের সাথে যোগাযোগ সূচনা করে।[১০] এ ব্যবসায়ীদের সাথে ইসলাম প্রচারক ও সূফীগণ এ দেশে আগমন করে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। কোন কোন সময় ব্যবসায়ীগণও ব্যবসার কারণে এদেশে আগমন করে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হয়ে উঠেন।[১১] এভাবে বঙ্গদেশে তথা বাংলাদেশের সাথে আরব মুসলমানদের সমুদ্র পথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে। এ যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন আরব বণিক বাংলাদেশে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করে এবং পাশাপাশি হাদীসের চর্চার বিকাশ ঘটায়। তবে তাদের কুর'আন-হাদীসের চর্চা প্রাতিষ্ঠানিক আকারে ছিলনা, বরং তা ছিল ব্যক্তিক প্রচেষ্টা।

বাংলাদেশে প্রথম চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, সন্দীপ এবং পরে বক্ষপুত্র নদীর পথ ধরে সিলেটে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে। মুসলিম শাসকের সিলেট বিজয়ের পূর্বে রাজা গৌড় গোবিন্দের রাজ্যে ইতিহাস খ্যাত বুরহানুদ্দীন তার নিজের ও সহগামী অন্যান্যের ইসলাম গ্রহণ, অগ্রযাত্রী মুসলিম প্রচাকদের দ্বারাই তা সম্ভব হয়েছিল। বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে এভাবেই প্রথম ওলামা-মাশায়েখ, পীর-আওলিয়া দ্বারা ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। তার পরবর্তী সময়ে মুসলিম রাজা-বাদশাহদের আগমন ঘটে।[১২]

জানা যায় ৮৭৪ খৃষ্টাব্দে হযরত বায়েজিদ বিসতামী চট্টগ্রামে, ১০৪৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান মাহী সাওয়ার বগুড়ার মহাস্থানগড়ে, শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার বর্তমান নেত্রকোনা জেলার মদনপুর এলাকায় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন।[১৩] ভারত বর্ষে ইসলামপ্রচার ও বিকাশে আলিম সমাজ ও সূফীদের ভুমিকাই ছিল প্রধান। তাঁরা রাজনৈতিক বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না, বরং রাজনৈতিক শক্তির বিকাশে সহায়তা করতেন।[১৪] তারা শাসন কার্যে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রয়োজন বোধে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শাসকদের সহযোগিতা করতে দ্বিধাবোধ করতেন না।[১৫] তবে তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল জনগণকে কুর'আন হাদীসের জ্ঞান দান এবং ধর্মীয় আচার আচরণে চার পাশের জনগণকে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে।[১৬]

আরব বিশ্ব থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগত মুসলমানগণ এদেশে বসবাস করতে শুরু করেন। এ দেশের ভাষা শিখে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মিশে স্থানীয় মহিলাদের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন।[১৭] ফলে এ দেশে মুসলিম সমাজ ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করতে থাকে। তাদের খাদ্যাভাস ও বসতবাড়ীর ব্যাপারে তারা স্থানীয় প্রাপ্তিসাধ্য উপকরণের উপর নির্ভর করেন। এ সব তথ্যই প্রমাণ করে যে, তারা বঙ্গদেশ তথা বাংরাদেশকে স্বদেশরূপে গ্রহণ করেন। পাশাপাশি ইসলামী ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি দৃঢ়ভাবে অনুগত থাকেন এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মুসলমান সমাজ ইতোমধ্যে তাদের গঠনশীল পর্যায় অতিক্রম করে একটি রূপ পরিগ্রহ করে এবং দেশে সহিষ্ণুতা, সাম্য ও বিশ্বপ্রেমের নতুন চেতনা সঞ্চার করে। জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ ইসলাম গ্রহণ করে।[১৮]

নব বায়াত প্রাপ্ত মুসলিম সমাজে হাদীসের জ্ঞান প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ লক্ষ্যে আলিম সমাজ, হাদীসশাস্ত্রবিদ ও সূফীদের প্রচেষ্টায় শাসক মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামী জ্ঞান চর্চা শুরু হয়। এ সময় আলিম সমাজ কুর'আন, হাদীস ও ফিকহসহ বিভিন্ন বিষয়ে মুসলমানদের ইসলামের মৌলিক বিধান শিক্ষা দিতে শুরু করেন। তবে এসব বিষয়ের মধ্যে হাদীস শিক্ষাই প্রাধান্য লাভ করে। কারণ আল কুর'আন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবন চরিত যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হলে হাদীসশাস্ত্রের সঠিক জ্ঞান অর্জন একান্ত প্রয়োজন। নব দীক্ষিত মুসলমানদের মনে রাসূল (স.) এর হাদীস সম্পর্কে কৌতূহল সৃষ্টি হয়। রাসূলের নির্দেশ ও তাঁর জীবন পদ্ধতি জানতে তারা আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ জন্য আলিম সমাজ হাদীস শিক্ষাদানের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন এবং ইসলামী জ্ঞান চর্চার সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ-মাদরাসা, ও খানকাহ গড়ে তোলেন।[১৯]

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বল্লাল সেনের শাসনামলে (১১৫৮-৫৯ খৃ:) বাবা আদম শহীদ (র.) এ দেশে ইসলাম প্রচার করেন। এ শতাব্দীতে হযরত ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেরশাকার (১১৭৭-১২৬৯ খৃ:) চট্টগ্রামে, হযরত শাহ মখদুম রূপোস ১২৮৪ খৃষ্টাব্দে রাজশাহীতে ইসলাম প্রচার করেন।

এ শতাব্দীতে হযরত মখদুম শাহ মাহমুদ গজনবী তার ১৭ জন সহচরসহ পশ্চিমবঙ্গে মোঙ্গল কোটে, শাহতুরকান শহীদ বগুড়ায় সর্ব প্রথম মাদরাসা স্থাপন করেন। আর সে সময় যেহেতু কোন বিশেষ ধরনের শিক্ষাধারা প্রচলিত ছিলনা; বরং ধর্ম ভিত্তিক শিক্ষাই প্রচলিত ছিল, সুতরাং এ কথা বলা অসঙ্গত নয় যে, সে সব মাদরাসা সমূহে কুর'আন-হাদীস ভিত্তিক শিক্ষাই চালু ছিল।[২০] অত:পর ১২০৩ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর এ দেশে বহু মসজিদ-মাদরাসা স্থাপিত হয় এবং কুর'আন হাদীসের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়।[২১] বলা যায় এ সময় থেকেই বঙ্গ দেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হাদিস চর্চা শুরু হয়।

১২৭৮ খৃষ্টাব্দে তোগলোকী শাসনামলে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (মৃ-৭০০ খৃ:) তৎকালীন বাংলার রাজধানী সোনার গাঁয়ে আগমন করেন। সোনার গাঁয়ে এসেই তিনি একটি উচ্চ পর্যায়ের মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ফলে সোনার গাঁয়ে হাদীস শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়।[২২] তাঁকে বাংলাদেশের হাদীস চর্চার পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। তাঁর পূর্বে মাহিসুনে (বর্তমান দিনাজপুর) মাওলানা তকীউদ্দীন (র.). আরবী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তা ততটা ব্যাপকতা লাভ করেনি।[২৩] জানা যায় মুহাদ্দিস আবূতাওয়ামাই সর্ব প্রথম বাংলাদেশে সহীহায়ন[২৪] নিয়ে আসেন এবং সোনার গাঁয়ে এর পাঠ দান শুরু করেন।[২৫]

চতুর্দশ শতাব্দিতে হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী ২৬ তাঁর ৩৬০ জন সহচর সহ পূর্ববঙ্গে তথা দীন প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আগমন করেন।[২৭] এ শতাব্দীর অন্যান্য ধর্ম প্রচারকরা হলেন কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলে সৈয়দ আহমদ কল্লাশহীদ[২৮] ও হযরত শাহ,[২৯] দিনাজপুরে প্রখ্যাত আলিম মাওলানা আতা[৩০] তৎকালীন বাংলা কেন্দ্রস্থল গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় শেখ আখি সিরাজ উদ্দীন,[৩১] চট্টগ্রামে শাহ বদরুদ্দীন আল্লামা[৩২] ও অন্যান্য ওলামা এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্ম প্রচার তথা হাদীস চর্চায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।[৩৩]

পঞ্চদশ শতাব্দীতে খান জাহান আলী (মৃত-১৪৫৯ খৃ:) ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্যগণ যশোর, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে ইসলাম প্রচার এবং হাদীস চর্চায় উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এতদ্ব্যতীত চিহিল শাহগাজী,[৩৪] শেখ হুসামুদ্দীন মানিক পুরী[৩৫] ও বদরে আলম জাহেদী[৩৬] এ শতাব্দীর খ্যাতিমান ধর্ম প্রচারক।[৩৭]

ষষ্ঠদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে রাজশাহী এলাকায় শাহ্ মোয়াজ্জম দানেশমানদ, জামালপুরে শাহ জামালুদ্দীন, ঢাকায় খাজা শরফুদ্দীন ওরফে খাজা চিশতী বেহেশতী ইসলাম প্রচারে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। উল্লেখ্য যে, এ সময় সম্রাট শের শাহ (১৫৪০-১৫৪৫ খৃ:) এ দেশে ইসলাম প্রচারে যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করেন। পরবর্তীতে মোঘল শাসনামলে ইসলাম খান (১৬৩৫-১৬৩৯ খৃ:), শায়েস্তা খান (১৬৬৪-১৬৮৮ খৃ:) প্রমুখ কুর'আন-সুন্নাহ ভিত্তিক শিক্ষাধারা চালু করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। এরই ধারাহিকতায় পরবর্তীতে হাজী মুহসিন উদ্দীন, সায়্যিদ নিসার আলী তিতুমীর (১৭৮১-১৮৩১ খৃ:), হাজী শরীআতুল্লাহ (১৭৭৯-১৮৩৮ খৃ:), পীর মোহসীন উদ্দীন দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬০ খৃ:) মাওলানা কিরামত আলী জৌনপুরী (১৮০০-১৮৭৩ খৃ:) প্রমূখ উলামায়ে কেরাম কুর'আন-হাদীসের ভিত্তিতে বিদআত ও কুসংস্কারের মূলোৎপাদন করে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে ব্যাপক অবদান রাখেন।[৩৮] ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের অবসানের পর উপ-মহাদেশ, বিশেষ করে বাংলাদেশে হাদীস চর্চা আরও বিস্তৃতি লাভ করে। বর্তমানে প্রায় সহস্রাধিক প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন মাধ্যমে হাদীসের চর্চা ও গবেষণা অব্যাহত রয়েছে।

হাদীস চর্চার ধরন :

বাংলাদেশে বিভিন্ন মাধ্যমে হাদীস চর্চা হয়ে থাকে।

ক) প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম;
খ) অনুবাদ গ্রন্থ, ব্যাখ্যা গ্রন্থ ও উসূল-আল-হাদীস গ্রন্থ প্রকাশনার মাধ্যমে হাদীস চর্চা :
গ) পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে হাদীস চর্চা :

ক) প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম : ১. মাদরাসা:

* সরকারী/আলিয়া নেসাব : দাখিল, আলিম ও ফাজিল ক্লাশে সিককাতুল মাসাবীহ ও কামিল ক্লাশে সিহাহ্ সিত্তার পাঠদান করা হয়। নৈতিকতার উন্নয়নের দাখিল শ্রেণীতে শিষ্টাচার, জ্ঞান সংক্রান্ত হাদীস শিক্ষা দেওয়া হয়। আলিম, ফাযিল ও কামিল শ্রেণীতে ইসলামী হুকুম-আহকাম সংক্রান্ত হাদীস শিক্ষা দেওয়া হয়।

* কাওমী মাদরাসা : কাওমী মাদরাসায় মিশকাত শ্রেণীতে মিশকাতুল মাসাবীহ ও দাওরায়ে হাদীস (টাইটেল) শ্রেণীতে সিহাহ সিত্তাহ সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ পড়ানো হয়।

২. স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় : স্কুল, কলেজ-এ নির্বাচিত হাদীস পাঠ দান করা হয়। কলেজ-এ ঈমান, ইলম ও কিছু হুকম-আহকাম সংক্রান্ত হাদীস পাঠ দান করা হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী বিভাগের অনার্স-মাষ্টার্স শ্রেণীতে সিহাহ সিত্তাহ পাঠ দান করা হয়। আর ডিগ্রী শ্রেণীতে 'মিশকাতুল মাসাবীহ' এর ঈমান, কবর আযাবের প্রমাণ, বিদ্যা পর্ব, সালাত পর্ব, ক্রয়-বিক্রয়, জিহাদ অধ্যায় সহ হাদীস সংরক্ষণ-সংকলন , গুরুত্ব প্রয়োজনীতা ও হাদীস বেত্তাদের জীবনী ইত্যাদি পাঠ দান করা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে হাদীসের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণাকর্ম পরিচালনা হচ্ছে।

খ) অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও উসুল-এ-হাদীস গ্রন্থের প্রকাশের মাধ্যমে হাদীস চর্চা :

বাংলাদেশে প্রাচীন কাল থেকেই আরবী, উর্দু , ফার্সী ও বাংলা ভাষায় হাদীসের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়ে আসছে। তবে প্রাচীনকালে মুদ্রণযন্ত্রের দুস্প্রাপ্যতার কারণে অনেক হাদীসের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। নিম্নে বাংলাদেশে বিভিন্ন ভাষায় রচিত কতিপয় হাদীস বিষয়ক গ্রন্থের পরিচয় তুলে ধরা হলো-

১. আনওয়ার-এ-মুহাম্মদী : এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী কর্তৃক উর্দু ভাষায় ১৮৩৬ সালে কলকাতা মুনশী প্রেস থেকে মুদ্রিত। লেখক তিরমিযী শরীফের 'শামাইল-এ-তিরমিযী' অংশের ব্যাখ্যা করে এর নাম প্রদান করেন 'আনওয়ার-এ-মুহাম্মদী' ।[৩৯]

২. মনহাজুল মুমিনীন-মিন-আহাদিসি সাইইদিল মুরসালীন : এতে অনুবাদসহ ৪০টি হাদীস স্থান পেয়েছে। লেখকের নাম মুহাম্মদ ইকরাম। তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী। ১৮৯৪ সালে দিল্লীর মুজতবাই প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়।[৪০]

৩. জাওয়ামিউল কালিম : মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী কর্তৃক রচিত এবং লখনৌর অর্ন্তগত মাহমুদ নগরের আলী প্রেস থেকে প্রকাশিত।(তারিখ বিহীন)।[৪১]

৪. কিতাবুল-হুনাফা-ফী-যিকরিয-যুফি ওয়ায যুআফা। মাওলানা আব্দুল আওয়াল জৌনপুরী কর্তৃক রচিত এবং লখনৌর আলী প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়।[৪২]

৫. মীযানুল-আকবর : মুফতী আমীনুল ইহসান রচিত আরবী-উর্দু ভাষার পুস্তিকাটি ঢাকায় অরেফীন প্রেস থেকে মুদ্রিত হয় এবং ঢাকা বাবু বাজার কুর'আন মঞ্জিল থেকে প্রকাশিত হয়। এতে প্রকাশের সন-তারিখ উল্লেখ নেই।[৪৩]

৬. ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার :" মাওলানা মুফতী আমীমুল ইহসান কর্তৃক ফিকহের অধ্যায়ের অনুরূপ অধ্যায়ের আলোকে রচিত। এতে হাদীসের সনদ সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।[৪৪]

৭. তানযীমুদ দুরার ফী-তালখীসি নুখবাতিল ফিকর: মাওলানা ইব্রাহিম রচিত ১৯৪৬ সনে সিলেটের মাতবা-এ-ইসলামী থেকে প্রকাশিত। এ টি কাব্যকারে উসূল-এ হাদীসের গ্রন্থ। [৪৫]

৮. তাকবীর-এ-সুনানা-এ-আবী-দাউদ : মাওলানা মুহাম্মদ রেজাউল করীম ইসলামাবাদী উর্দু ভাষায় ১৯৫১ সালে এ টি রচনা করেন। এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি চট্টগ্রাম আন্দর কিল্লা আযিযীয়া কুতুবখানা থেকে প্রকাশিত হয়।[৪৬]

৯. তাকারীর-এ-তিরমিযী : মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী কর্তৃক রচিত উর্দু ব্যাখ্যাটি ১৯৫১ সালে রচিত হয়। এতে তিরমিযী শরীফের প্রথম খন্ডের ব্যাখ্যা স্থান পেয়েছে।[৪৭]

১০. তানযীমুল আশতাত-লি-হালিল্প-আবী সাতিল মিশকাত : মাওলানা আবুল হাসান কর্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত এবং হাটহাজারীর মাওলানা আবদুল ওহহাব কর্তৃক প্রকাশিত। এতে হাদীসের কঠিন শব্দের বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন মাযহাবের মাসআলার জওয়াব দেয়া হয়েছে। বইটি অত্যন্ত তত্ব ও তথ্যবহুল।[৪৮]

১১. মিরআতুল আমালীহ-আলা-মিশকাতিল মাসাবীহ ক: মাওলানা মুহাম্মদ আলী রচিত এই আরবী ব্যাখ্যা গ্রন্থটি ১৯৫৯ সালে রচিত হয় এবং ১৯৭০ সালের পর কোন এক সময়ে চট্টগ্রামের হাটহাজারীর যমীরিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়।[৪৯]

১২. তাকারীর-এ-সহীহ বুখারী : মাওলানা ফজলুল করিম কর্তৃক রচিত উর্দু ভাষার এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি ১৯৬২ সালে রচিত হয় এবং চট্টগ্রামের জামেয়া-এ-সুন্নিয়া রোডের ফেরদৌসিয়া লাইব্রেরী থেকে ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত।[৫০]

১৩. উমদাতুন নযর-ফী-হাল্লি শরাই নুখবাতিল ফিকর : মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কর্তৃক ১৯৬৩ সালে লিখিত এই উর্দু পুস্তিকাটি চট্টগ্রামের জামেআ সুন্নিয়া বোর্ডের ফেরদৌসিয়া লাইব্রেরী থেকে আনুমানিক ১৯৬৮/৬৯ সনে প্রকাশিত হয়।[৫১]

১৪. তারীখ-এ-ইলম-এ-হাদীস : মুফতী সৈয়দ আমীমুল ইহসান রচিত উর্দু বইটি ঢাকা বাবু বাজার কুর'আন মঞ্জিল থেকে প্রকাশিত।[৫২]

১৫. শরহ শর নুখবা : মাওলানা রিদওয়ানুল হক ইসলামবদী লিখিত উর্দু ব্যাখ্যা পুস্তিকাটি চট্টগ্রামের রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। এটি উসূলে-এ-হাদিসের একটি গ্রন্থ।[৫৩]

১৬. হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস : মাওলানা নুর মোহাম্মদ আজমী কর্তৃক রচিত এ গ্রন্থটি ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

১৭. India's contribution to the study of Hadith Literature : ড. মুহাম্মদ ইছহাক কর্তৃক রচিত এ গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি লিখকের পি.এইচ.ডি গবেষণার অভিসন্দর্ভ।

১৮. মুয়াত্তা ইমাম মালিক (অনুবাদ) : মুহাম্মদ রেজাউল করীম ইসলামাবাদী কর্তৃক অনুদিত হাদিস গ্রন্থটি ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে ইসলামিক ফাউন্ডেশন হতে প্রকাশিত হয়।

১৯. মেশকাত শরীফ (অনুবাদ) : মেশকাত শরীফের অনুবাদ করেন মাওলানা নুর মোহাম্মদ আজমী। এটি ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে ইসলামিক ফাউন্ডেশন হতে প্রকাশিত হয়।

২০. মুসলিম শরীফ (অনুবাদ) : মৌলানা নেছারুল হক মুসলিম শরীফের বঙ্গানুবাদ করেন। অনূদিত হাদিস গ্রন্থটি ইসলামিয়া লাইব্রেরী আন্দর কিল্লা চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়।

কতিপয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান :

সমগ্র বাংলাদেশে অনেক সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সিহাহ সিত্তাহ এর অনুবাদ করেছে এবং করছে।

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বুখারী শরীফ ১০ খন্ডে, মুসলিম শরীফ ৮ খন্ডে, তিরমিযী শরীফ ৬ খন্ডে, সুনানু আবীদাঊদ ৫ খন্ডে, ইবন মাজা ৩ খন্ডে, নাসাঈ শরীফ ৩ খন্ডে, মুয়াত্তা মালিক ২ খন্ডে ও মা'আরিফুল হাদীস ৭ খন্ডে অনুবাদ করেছে।
২. বাংলাদেশ তাজ কোং লি, ঢাকা : এ প্রতিষ্ঠান বুখারী সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ প্রকাশ করেছে ও করছে।
৩. খায়রুন প্রকাশনী।
৪. ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।
৫. এমদাদিয়া লাইব্রেরী।
৬. সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, রাজশাহী।

গ) পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম হাদীস চর্চা :

১. পত্রিকা : দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক মাধ্যমে বাংলাদেশে হাদীসের ব্যাপক চর্চা হচ্ছে। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা সপ্তাহে একদিন ধর্ম-চিন্তা বিষয়ে লেখা পরিবেশন করে থাকে। এতে হাদীস বিষয়ক আলোচনাও স্থান পায়। মাসিক পত্রিকার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল মাসিক মদীনা, মাসিক পৃথিবী, তরজুমান, বাইয়্যিনাত প্রভৃতি যাতে হাদীসের আলোচনা স্থান পায়।

২. রেডিও ও টেলিভিশন : বাংলাদেশে রেডিও এবং টেলিভিশন অনেক ইসলামী অনুষ্ঠানে হাদীস চর্চা হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি হাদীস চর্চা কেন্দ্র :

বাংলাদেশের হাদীস চর্চা কেন্দ্রগুলোকে দু'ভাবে ভাগ করা যায়-

১. বিশ্ববিদ্যালয় : ঢাকা সহ সমগ্র দেশে ৭ কোটি স্বায়ত্বশাসিত ও ৫০টিরও অধিক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ, আরবী এবং ফার্সী ও উর্দু বিভাগে অতীত হতেই হাদীস চর্চা হয়ে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়-

ক) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় :

*** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় :** ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম যে সমস্ত বিভাগ খোলা হয় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হল আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ। এ বিভাগটি আশির দশকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এবং আরবী বিভাগ নামে পৃথক হয়ে যায়। এ বিভাগদ্বয়ে জন্মলগ্ন থেকে হাদীসের পাঠদান ও গবেষণার কাজ চলে আসছে। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বর্তমানে ২য় বর্ষে রিয়াদুস সালেহীন, ৪র্থ বর্ষে প্রিন্সিপলস অব হাদীস, হিস্ট্রি অব হাদীস ও স্টাডিজ অব হাদীস এবং এম. এ তে সহীহ্ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানু আবূ দাউদ, শরহু মা'আনীল আছার ও তারীখে আল-হাদীসে পাঠদান করা হয়।[৫৪] আর আরবী বিভাগের বি. এ. অনার্স ১ম বর্ষে বুখারী, এম. এ থিসিস শাখা এবং এম. ফিল কোর্সে হাদীস পাঠ দান করা হয়। তাছাড়া ফার্সী ও উর্দু বিভাগের তৃতীয় বর্ষ বি.এ. অনার্স কোর্সে মিশকাতুল মাসাবীহ এর কিতাবুস সালাত পাঠ দান করা হয়।

*** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় :** ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভাষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেখান থেকে ২৫/০৮/১৯৭৮ তারিখে আরবী বিভাগ-এর উৎপত্তি হয়। অত:পর ১৯৮০-৮১ শিক্ষাবর্ষ হতে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ নামে যাত্রা শুরু করে। পুনরায় ৫/০১/১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হতে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ নামে দুটো বিভাগ পৃথক হয়ে যায়। বর্তমানে আরবী বিভাগের বি. এ. অনার্স পার্ট-২ তে ওয়ালিউদ্দীন আল-খত্বীব এর মিশকাতুল মাছাবীহ (কিতাবুল ঈমান:বাবুল-ই'তিছাম বিল-কিতাব ওয়াস-সুন্নাহ, কিতাবুল জিহাদ) এর হাদীস এবং এম. এ. শেষ বর্ষে মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারীর সহীহ আল-বুখারী (কিতাবুল 'ইলম, কিতাবুল আদাব, কিতাবুল লিবাস) পাঠ দান করা হয়। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বি. এ. অনার্স পার্ট-১ এ আবূ আবদুর রহমান নাসাঈ এর সুনান নাসাঈ, বি.এ.অনার্স পার্ট-২ এ সুনানু ইবন মাজাহ, বি.এ. অনার্স পার্ট-৩ এ আল-জামি'লিত তিরমিযী ও ইলম রিজালিল হাদীস, অনার্স পার্ট-৪ এ আস-সহীহ্ লিল বুখারী, আস সহীহ লি মুসলিম ও সুনানু আবু দাউদ পাঠ দান করা হয়। আর এম.এ শ্রেণীর ৫০১ নং কোর্সে সহীহ বুখারী, ৫০২ নং কোর্সে সহীহ মুসলিম, ৫০৩ নং কোর্সে শরহু মা'আনীল আসার ও ৫০৬ নং কোর্সে উলূমুল হাদীস পাঠ দান করা হয়।[৫৫]

*** চট্রগাম বিশ্বাবিদ্যালয় :** চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ১ম বর্ষের ১০৩ নং কোর্সে মিশকাত শরীফ ও উসূলে হাদীস এসং ১০৪ নং কোর্সে তিরমিযী শরীফ ও উসূলে হাদীস পাঠদান করা হয়। উক্ত বিভাগের ৩য় বর্ষে ৩০১ নং কোর্সে আবু-দাউদ শরীফ, ৩০২ এবং ৩০৪ নং কোর্সে উসূল-এ-হাদীস পাঠদান করা হয়। ৪র্থ বর্ষের ৪০৩ নং কোর্সে বুখারী শরীফ এবং ৪০৪ নং কোর্সে ইবন মাজা পাঠদানের জন্য তালিকাভুক্ত। আর এম. এ শ্রেণীর কোর্স নং -৩-এ সহীহ আল বুখারী, কোর্স নং ৪-এ মুসলিম শরীফ, কোর্স নং ৫-এ নাসায় শরীফ, কোর্স নং ৬-এ শরহু মা'আনীল আসার আত-তাহাবী, ৮নং কোর্সের (ক)-এ উলূমুল হাদীসে পাঠদান করা হয়।

*** ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় :** ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ায় আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অনার্স শ্রেণীতে সিহাহ সিত্তাহ ছাড়াও ইমাম মালিক (রা.)-এর মুয়াত্তা, দারমী (র.)-এর সুনান, ইবন খুযায়মার সহীহ, আল্লামা হাকিম এর মুসতাদরিক, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মুসনাদ, আল্লামা তাহাভী (র.)-এর শরুহু মা'আনীল আছার, ইবনুল আসীরের আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মুসনাদ পাঠদান করা হয়। এম. এ শ্রেণীতেও হাদীস পাঠদান করা হয়।

*** জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ঃ** জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২য় বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে হাদীস, উসূলে হাদীস ও তারীখে হাদীস পাঠ দান করা হয়। এতে ওলীউদ্দীন মুহাম্মদ (রহ.)-এর মিশকাতুল মাসাবীহ এবং ইবন হাজার আসকালীনী (রহ.)-এর নুখবাতুল ফিকর গ্রন্থদ্বয় হাদীস চর্চার জন্য সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। আর এম.এ. পার্ট-১ তে তিরমিযী শরীফ, ইবন হাজার আসকালানীর নুখবাতুল ফিকির ও মুফতী আমীমুল ইহসানের তারীখ আল-হাদীস পাঠ দান করা হয়। আর এম.এ. ফাইনাল কোর্সে সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ আল-মুসলিম পাঠদান করা হয় আর ডিগ্রী শ্রেণীতে 'মিশকাতুল মাসাবীহ' এর ঈমান, কবর আযাবের প্রমাণ, বিদ্যা পর্ব, সালাত পর্ব, ক্রয়-বিক্রয়, জিহাদ অধ্যায় সহ হাদীস সংরক্ষণ-সংকলন, গুরুত্ব- প্রয়োজনীয়তা ও হাদীস বেত্তাদের জীবনী ইত্যাদি পাঠ দান করা হয়।[৫৬]

(খ) বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় : বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে নিয়মিত হাদীস চর্চা হয়ে থাকে-

* দারুল ইহসান।
* ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
* মানারত।
* এশিয়ান ইউনিভার্সিটি।
* উত্তরা ইউনিভর্সিটি।

(২) মাদ্রাসাঃ মাদ্রাসাকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়-

(ক) পূর্ণ সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা;
(খ) স্বায়ত্বশাসিত আলিয়া মাদ্রাসা;
(গ) সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা মুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন কাওমী মাদ্রাসাঃ

১৭৮০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে কলকাতার কতিপয় মুসলিম শিক্ষাবিদ নাগরিকদের এক প্রতিনিধি দল তৎকালীন ভারতের বড়লাট স্যার ওয়ারেন হেষ্টিংস এর সাথে সাক্ষাত করেন। এ সাক্ষাতের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশে যে ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা প্রচলিত রয়েছে তার আদি সূতিকাগৃহ হল এ কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা । যাকে ঘিরে সকল আলিয়া মাদ্রাসার কার্যক্রম যুগ যুগ ধরে আবর্তিত হয়ে আসছে।[৫৭] বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে ১৮০টি কামিল মাদ্রাসা রয়েছে যেখানে নিয়মিত কুর'আন-হাদীসের পাঠদান করা হয়।[৫৮]

(ক) পূর্ণ সরকারী আলিয়া মাদ্রাসাঃ

১. মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকাঃ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, প্রতিষ্ঠার পর হতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতার বৈঠকখানা রোডেই অবস্থিত ছিল। পরে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকায় ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাসা -ই-আলিয়াকে বৈঠক খানা রোড হতে ওয়েলেসলি স্কোয়ারে (বর্তমানের মোহসিন স্কোয়ারে) স্থানান্তর করা হয়। কয়েক বিঘা জমির উপর মাদ্রাসা -ই-আলিয়ার এ বিশাল দোতলা প্রাসাদ নির্মাণে তৎকালে কয়োক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ হতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারত বিভক্তির পূর্ব পর্যন্ত এই প্রাসাদেই মাদ্রাসা -ই-আলিয়ার শিক্ষাকার্য চলতে থাকে। দেশ বিভাগের পর মাদ্রাসা -ই-আলিয়ার যাবতীয় রেকর্ডপত্র, লাইব্রেরী ও আসবাবপত্রাদি তৎকালীন পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়ে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এটি সদরঘাটের নিকট ঢাকার মুসলিম গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের ডাফরিন ছাত্রাবাসে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করে এবং ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে বকশী বাজারে তার নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়।[৫৯] ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ থেকে এখানে মিশকাত শরীফ ও সিহাহ সিত্তা-এর শিক্ষা দেওয়ার সুব্যবস্থা করা হয়। আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হাদীস চর্চা কেন্দ্র হিসাবে মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকার স্থান সবার শীর্ষে।

২. সিঠে আলিয়া মাদ্রাসা (সিলেট): ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা টিতে তৎকালীন মন্ত্রী শামচুল ওলামা মাওলানা অহীদ সাহেবের উদ্যোগে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে টাইটেল ক্লাস খোলা হয়। মাওলানা ছহুল ওছমানীকে প্রথম

মোহাদ্দেছ নিযুক্ত করা হয়।[৬০] আজ অবধি এ মাদ্‌রাসায় হাদীস চর্চা অব্যাহত রয়েছে এবং প্রতি বছর প্রায় কয়েক শ শিক্ষার্থী এতে হাদীস অধ্যয়ন করছেন।

৩. মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা (বগুড়া): ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত মাদ্‌রাসা টি ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে আলিয়ায় উন্নীত হয় এবং ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে টাইটেল পরীক্ষার মঞ্জুরী লাভ করে।[৬১] বর্তমানে এটি বগুড়া সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা হিসেবে খ্যাত।

(খ) স্বায়ত্বশাসিত আলিয়া মাদ্‌রাসা:

১. ছারছীনা দারুস সুন্নাহ আলিয়া মাদ্‌রাসা (ছারছীনা, বরিশাল): পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম বুজুর্গ হযরত মাও. নেছারুদ্দীন (রহ.) ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে এ মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা ও শ্রমের ফলে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে তাতে সিহাহ সিত্তার পাঠদান শুরু হয়।[৬২] বাংলাদেশে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত এটিই একমাত্র পূর্ণ আবাসিক হাদিস শিক্ষাকেন্দ্র।

২. দারুল উলূম আলিয়া মাদ্‌রাসা (চট্টগ্রাম): ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মাদ্‌রাসাটিতে মাওলানা ফজলুর রহমানের প্রচেষ্টায় ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে কামিল শ্রেণীর হাদিস বিভাগ শুরু হয়। [৬৩] প্রতি বছর এ মাদ্‌রাসা থেকে অসংখ্য হাদীসশাস্ত্রবিদ হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজে হাদীসের চর্চায় বিশেষ অবদান রেখে আসছে।

৩. এ. ইউ. আলিয়া মাদ্‌রাসা (হযরতনগর, ময়মনসিংহ): ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মাদ্‌রাসাটিতে মাওলানা সৈয়দ মুছলেহ উদ্দীন ছাহেবের প্রচেষ্টায় ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে টাইটেলের ক্লাশ খোলা হয়।[৬৪]

৪. ফেণী আলিয়া মাদ্‌রাসা (নোয়াখালী): ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে আলেম, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ফাযিল, এবং ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে টাইটেল ক্লাসের মঞ্জুরী লাভ করে।[৬৫]

৫. মাজাহেরে উলূম আলিয়া মাদ্‌রাসা (চরচাক্তাই, চট্টগ্রাম): মাওলানা মোহাম্মদ ইছমাইল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাটিতে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে হাদীস শিক্ষা দান শুরু হয়।[৬৬]

৬. জামেউল উলূম আলিয়া মাদ্‌রাসা (গাছবাড়ী, সিলেট): ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মাদ্‌রাসাটিতে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে টাইটেল হাদীসের চর্চা শুরু হয়। [৬৭]

৭. নেছারিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা (বরিশাল, পাঙ্গাশিয়া):১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্টিত মাদ্‌রারাসাটি ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে টাইটেল (হাদীস) ক্লাশ খোলা হয়। [৬৮]

৮. কারামাতিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা (সোনাপুর, নোয়াখালী) : এ মাদ্‌রাসাটিতে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে থেকে হাদীস শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়। [৬৯]

৯. কাতলাসেন আলিয়া মাদ্‌রাসা (ময়মনসিংহ) : ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসাটি সরকারী করা হয়।[৭০]

১০. রায়পুর আলিয়া মাদ্‌রাসা (নোয়াখালী) : মাওলানা ফজলুল হক সাহেব প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসাটিতে ১৯৫৭ খৃষ্টব্দে হাসীস চর্চা শুরু হয়। [৭১]

১১. মজীদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা (ফরিদগঞ্জ) : এ মাদ্‌রাসাটিতে মাওলানা আবদুল মান্নান সাহেবের প্রচেষ্টায় ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে টাইটেলের ক্লাশ খোলা হয়।[৭২]

১২. গাজীমুড় আলিয়া মাদ্‌রাসা (পশ্চিম গাঁও, কুমিল্লা) : প্রাচীন এ মাদ্‌রাসাটি মাওলানা আবদুল মজীদ সাহেবের প্রচেষ্টায় আলিয়া মাদ্‌রাসা উন্নিত হলে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে হতে হাদীস শিক্ষাদান শুরু হয়।[৭৩]

১৩. আহমাদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা (মাদারীপুর, ফরিদপুর) : মাদারীপুর নিবাসী পীর মাওলানা নূর মোহাম্মদ সাহেব কর্তৃক ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে মাদারীপুর টাউনে মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৮ খৃষ্টব্দে ইহা আলিয়ায় রূপান্তরিত হয় এবং সিহাহ সিত্তা-এর পাঠদান শুরু হয়।[৭৪]

১৪. মুক্তগাছা আলিয়া মাদ্‌রাসা (ময়মনসিংহ) : এ মাদ্‌রাসাটি ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে আলিয়ায় পরিণত হয় এবং হাদীস পাঠদান শুরু হয়। [৭৫]

১৫. আহছানাবাদ আলিয়া মাদ্রাসা (চরমনাই, বরিশাল) : এ মাদ্রাসাটির যাত্রা কাওমী মাদ্রাসা হিসেবে শুরু হলেও ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাসা বোর্ডের অর্ন্তভুক্ত করে টাইটেলের ক্লাশ শুরু করা হয়।[৭৬]

১৬. ধামতী ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্রাসা (কুমিল্লা): ফুরফুরা শরীফের পীর আলহাজ্ব মরহুম মাওলনা হযরত আজীম উদ্দীন আহমেদ কর্তৃক সর্বপ্রথম ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মক্তাবাকারে এর অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে কামিল পর্যায়ে উন্নীত হয়।[৭৭]

১৭. সোনাকান্দা দারুল হুদা আলিয়া মাদ্রাসা (মুরাদনগর, কুমিল্লা): সোনাকান্দার পীর মরহুম আবদুর রহমান কর্তৃক ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অত:পর ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে টাইটেলের ক্লাশ শুরু হয়। বর্তমানে উক্ত মাদ্রাসায় কামিল হাদিসসহ তাফসির, ফিক্হ ও আদব গ্রুপ চালু রয়েছে।[৭৮]

১৮. শাহতলী আলিয়া মাদ্রাসা (কুমিল্লা): ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মক্তবাকারে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাটি ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে টাইটেল মাদ্রাসায় রুপান্তরিত হয়।[৭৯]

১৯. আরামনগর আলিয়া মাদ্রাসা (শরিষা বাড়ী, ময়মনসিংহ): এ মাদ্রাসাটি ১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয় এবং ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে টাইটেলের ক্লাশ খোলা হয়।[৮০]

২০. রাজশাহী আলিয়া মাদ্রাসা: তদানিন্তন বাংলার প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এই মাদ্রাসার গোড়াপত্তন হয়। প্রথমে এটি কলকাতা মাদ্রাসা এডুকেশনের কেন্দ্রীয় বোর্ডের অধীন একটি ওল্ড স্কিম সিনিয়র মাদ্রাসা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিছুকাল ওল্ড স্কিম জুনিয়র মাদ্রাসা (১৯৮৩ খৃষ্টাব্দ থেকে) ও নিউ স্কিম জুনিয়র মাদ্রাসা রূপে বিদ্যমান থাকার পর নিউ স্কিম কোর্স অনুযায়ী একে হাই মাদ্রাসায় উন্নীত করা হয়।[৮১]

২১. দুর্বাটি এম. ইউ. আলীয়া মাদ্রাসা: এ মাদ্রাসাটি মরহুম কারী ছফিউল্লাহ কর্তৃক ১৯৪৮ সালের জানুযারী মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসাটিতে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে হাদীস চর্চা হয়ে আসছে।

২২. তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা (মীর হাজারী বাগ, ঢাকা): এ মাদ্রাসাটি ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্টিত হয়। এতে ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে কামিলের ক্লাস চালু হয়।[৮২]

২৩. জামেয়া কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা: ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকার মোহাম্মদ পুরের বিশিষ্ট পীর ও ইসরাম প্রচারক সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়্যব শাহ এর উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮২ খৃষ্টাব্দে এতে কামিল শ্রেণীতে হাদীস বিভাগ শুরু হয়।[৮৩]

এ ছাড়াও আরো কতিপয় মাদ্রাসায় হাদীসের চর্চা হয়ে থাকে যেমন 'মিফতাহুল উলুম মতিঝিল', ঢাকা; 'সৈয়দপুর আলিয়া মাদ্রাসা', কুমিল্লা; 'আল আমিন ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা', চান্দিনা-কুমিল্লা; 'ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্রাসা', কুমিল্লা; 'বটগ্রাম ইসলামিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা', 'আড়াই বাড়ী আলিয়া মাদ্রাসা', বি, বাড়ীয়া; 'ভাদুঘর আলিয়া মাদ্রাসা', বি. বাড়ীয়া; 'নামাজগড় গাউসুল আজম আলিয়া মাদ্রাসা', নওগা; 'ফরাজী কান্দি ওয়াসিয়া আলিয়া মাদ্রাসা', চাঁদপুর; 'নেছারাবাদ সালেহিয়া আলিয়া মাদ্রাসা', বরিশাল; 'আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া, ফেনী; ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, নোয়াখালী ও টাঙ্গাইল আলিয়া মাদ্রাসা।

(গ) সরকারী পৃষ্ঠপোষকতামুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন কাওমী মাদ্রাসা:

ইসলামী শিক্ষার প্রসারে সরকারী অনুদান বহির্ভূত কাওমী মাদ্রাসাগুলোর অবদান উল্লেখযোগ্য। এ গুলো প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় সরকারের কোন অনুমতি বা অনুমোদনের প্রয়োজন হয়না। জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে জায়গা ও উপকরণ যোগাড় করে এ সব প্রতিষ্ঠা করছে। এ সব মাদ্রাসাগুলো দারুল উলূম দেওবন্দকে অনুস্মরণ করে তাদের পাঠ্যক্রম চালু করছে। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এ দেশে প্রায় ৪৪৩টি কাওমী মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে ৫১ টি দাওরায়ে হাদীস বা টাইটেল স্তর পর্যন্ত। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের পর এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে ছোট-বড় সকল কাওমী মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় চার হাজারের অধিক।[৮৪]

১. দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী (চট্টগ্রাম): মাদ্‌রাসাটি মাওলানা হাবীবুল্লাহ, মাওলানা আবদুল ওয়াহেব ও মাওলানা আবদুল হামিদ প্রমূখ ওলামায়ে কেরামের সমবেত প্রচেষ্টায় ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে দাওয়ায়ে হাদীসের ক্লাশ খোলা হয়।[৮৫]

২. ইসলামিয়া আরাবিয়া কাওমী মাদ্‌রাসা (জিরী, চট্টগ্রাম): এ মাদ্‌রাসাটি ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মাওলানা আহমদ হুসাইন কর্তৃক চট্টগ্রামের জিরী নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এখানে হাদীসের পাঠ দান শুরু হয়।[৮৬]

৩. ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা (ঢাকা): এ মাদ্‌রাসাটিতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মৌলবী ইছহাক বর্ধমানী কর্তৃক হাদীস শিক্ষা দান শুরু হয়।[৮৭]

৪. আশ্রাফুল উলুম মাদ্‌রাসা (বড় কাটরা, ঢাকা): ঢাকা চক বাজারের সন্নিকটে বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত। মাওলানা আবদুল ওয়াহাব (রহ.), মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.), মাওলানা মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) ও মুফতী মুহাম্মদ আলী (রহ.) প্রমূখ উলামায়ে কেরামে যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ বছরই দাওরায়ে হাদীস খোলা হয়।[৮৮]

৫. চারিয়া কাসেমুল উলূম মাদ্‌রাসা (চট্টগ্রাম) : শায়খুল হাদীস মাওলানা সাঈদ ও স্থানীয় মাওলানা আবদুল গনীর সহযোগিতায় ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে দাওরায়ে হাদীসের ক্লাশ খোলা হয়।[৮৯]

৬. জামিয়া কাসেমুল উলূম মাদ্‌রাসা (পটিয়া, চট্রগ্রাম): মাদ্‌রাসাটি হযরত মাওলানা আযিযুল হক সাহেবের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এ মাদ্‌রাসাটিতে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ থেকে হাদীস চর্চা আরম্ভ হয়।[৯০]

৭. হোসোইনিয়া আরাবিয়্যাহ মাদ্‌রাসা (রানাপিং, সিলেট): এ মাদ্‌রাসাটিতে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে সিহাহ সিত্তার শিক্ষা দেয়া শুরু হয়।[৯১]

৮. দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসা (গহরডাঙ্গা, গোপালগঞ্জ) : হযরত মাওলানা শামসুল হা ফরীদপুরী (রহ.) এর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। মাওলানা আবদুল আজীজ (রহ.) এর চেষ্টায় ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে সিহাহ সিত্তার পাঠদান শুরু হয়।[৯২]

৯. দারুল উলূম বরুড়া মাদ্‌রাসা (কুমিল্লা) : ১৩১৭ বাংলা সনে স্থাপিত এ মাদ্‌রাসাটিতে বাংলা ১৩৫৫ সনে সিহাহ সিত্তার ক্লাশ শুরু হয়।[৯৩]

১০. জামিয়া কুর'আনিয়া আরাবিয়া লালবাগ (ঢাকা): মওলানা যাফর আহমদ ওছমানী, হযরত মাওলানা হাফেজ্জী হুজুর (রহ.), মুহাম্মদ দীন মুহাম্মদ খাঁ, মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী (রহ.) প্রমূখ মনীষীদের প্রচেষ্ঠায় ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সে বছরই হাদীসের শিক্ষাদান শুরু হয়।[৯৪]

১১. বালিয়া আশ্রাফুল উলুম মাদ্‌রাসা (ময়মনসিংহ): হযরত মাওলানা ফয়জুর রহমান, মাওলানা দৌলত আলী ও মাওলানা সিরাজুল হকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলা ১৩৫৫ সনে প্রতিষ্ঠিত এ মাদ্‌রাসাটিতে ১৩৩৭ সনে দাওয়া হাদীসের ক্লাশ খোলা হয়।[৯৫]

১২. জামিয়া ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ: মাওলানা আতাহার আলী ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে এর ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর অসমান্য শ্রম ও আত্ম ত্যাগের ফলে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে সেখানে সিহাহ সিত্তার পাঠদান শুরু হয়।[৯৬]

১৩. দারুল উলূম মাদ্‌রাসা (কানাই ঘাট, সিলেট): এ মাদ্‌রাসাটি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে সেখানে হাদীসের চর্চা শুরু হয়। অত:পর মাওলানা মুশাহেদ আলী সাহেবের আত্ম ত্যাগের ফলে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দ থেকে যথারীতি হাদীসের চর্চা শুরু হয়।[৯৭]

১৪. হোসাইনিয়া দারুল উলূম, উলামা বাজার মাদ্‌রাসা (সানাগাজী, ফেনী): ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে এ মাদ্‌রাসাটিতে ইলমে হাদীসের চর্চা শুরু হয়।[৯৮]

১৫. জামিয়া এজাযিয়া দারুল উলূম রেলওয়ে ষ্টেশন মাদ্রাসা (যশোর): ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে এ মাদ্‌রাসাটিতে হাদীসের পাঠদান শুরু হয়।[৯৯]

১৬. জামিয়া ইসলামিয়া সেহড়া (ময়মনসিংহ): ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের দিকে মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫০-৬০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি এখানে হাদীসের পাঠদান শুরু হয়।[১০০]

১৭. মিফতাহুল উলূম মাদ্‌রাসা (নেত্রকোনা): ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে এখানে দাওরায়ে হাদীসের চর্চা শুরু হয়।[১০১]

১৮. দারুস সালাম সোহাগী মাদ্‌রাসা (ময়মনসিংহ): ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে এখানে সিহাহ সিত্তার দরস দেয়া শুরু হয়।[১০২]

১৯. চৌধুরী পাড়া শামছুল উলূম মাদ্‌রাসা: এ মাদ্‌রাসাটি ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ক্ষুদ্র পরিসরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মাওলানা ইসহাক ফরীদীর তত্ত্বাবধানে ১৯৯১-১৯৯২ খৃষ্টাব্দে সিহাহ সিত্তার পাঠদান শুরু হয়।[১০৩]

২০. জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ (ঢাকা): এই প্রতিষ্ঠানটি মাও. আয়্যুব সাবেরী ও এলাকার বিশিষ্ট্য দানশীল সহ আরো কতিপয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হয়। অত:পর মাওলানা ইয়াহিয়া জাহাঙ্গীর, এর দায়িত্ব গ্রহণ করে কিতাব বিভাগ চালু করেন। ১৯৮২ খৃষ্টাব্দে মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ তথায় আগমন করে হাদীসের পাঠদান চালু করেন।[১০৪]

২১. জামেয়া মাদানিয়া বারিধারা (গুলশান, ঢাকা): এ মাদ্‌রাসাটি ১৫ই এপ্রিল ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ জালালুদ্দিন-এর সহযোগিতায় মাওলানা নূর হোসেন কাসেমী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ৯ই জুন ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে এতে সিহাহ সিত্তার পাঠদান শুরু হয়।[১০৫]

এর আগে ও পরে যে সব মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মাদ্‌রাসা-ই-নুরিয়া, কামরাঙ্গিচর; জামেয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদ্‌রাসা, জামেয়া ইসলামিয়া উলূম মাদানিয়া যাত্রাবাড়ী মাদ্‌রাসা, জামেয়া হুসাইনিয়া মীরপুর আরজাবাদ মাদ্‌রাসা, জামেয়া ইসলামিয়া লাল মাটিয়া মাদ্‌রাসা, জামেয়া রাহমানিয়া মোহাম্মদপুর মাদ্‌রাসা, জামেয়া মোহাম্মদিয়া মোহাম্মদপুর মাদ্‌রাসা, বীরপুর দারুল উলূম মাদ্‌রাসা, খিলগাঁও মাখযানুল উলূম মাদ্‌রাসা, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা মাদ্‌রাসা, বাড্ডা মিফতাহুল উলূম মাদ্‌রাসা, মতিঝিল জামেয়া দ্বীনিয়া পীরজঙ্গী মাযার মাদ্‌রাসা, মতিঝিল জামেয়া দারুল উলূম ও মীরপুর দারুল রাশাদসহ অসংখ্য মাদ্‌রাসা।

ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলায় প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসাগুলো হল-চট্টগ্রাম বাবুনগর মাদ্‌রাসা, লালখান বাজার মাদ্‌রাসা, দারুল মা'আরিফ, সিলেট দরগাহ মাদ্‌রাসা, কাজির বাজার মাদ্‌রাসা, গওহরপুর মাদ্‌রাসা, কুমিল্লা কাসেমুল উলূম মাদ্‌রাসা, রানীর বাজার মাদ্‌রাসা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামেয়া ইউনুসিয়া, ফেনী জামেয়া ইসলামিয়া, মোমেনশাহী জামেয়া আশরাফিয়া, মাখযানুল উলূম, টাঙ্গাইল ধুলে চর মাদ্‌রাসা, বরুড়ী মাদ্‌রাসা, ফরিদপুর খাবাস পুর মাদ্‌রাসা, বাহিরদিয়া মাদ্‌রাসা, খুলনা দারুল উলূম মাদ্‌রাসা, নোয়াপাড়া মাদ্‌রাসা, বরিশাল মাহমুদিয়া মাদ্‌রাসা, বগুড়া জামিল মাদ্‌রাসা, রংপুর জুম্মা পাড়া মাদ্‌রাসা, ধনতলা মাদ্‌রাসা, দিনাজপুর হিলি মাদ্‌রাসা, পাবনা জামেয়া আশরাফিয়া, সিরাজগঞ্জ খুকনী মাদ্‌রাসা, রাজশাহী পোরশা মাদ্‌রাসা, নারায়নগঞ্জ দেওভোগ মাদ্‌রাসা ও আমলা পাড়া মাদ্‌রাসা সহ হাজারো মাদ্‌রাসা।

বাংলাদেশে হাদীস চর্চায় যেসব মনীষী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন:

১.শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা (রহ.):

তিনি ছিলেন খৃষ্টীয় এয়োদশ শতাব্দীর মুহাদ্দিস; শিক্ষা সংগঠক এবং কামিল সূফী। বাংলাদেশে ইসলামী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য এবং হাদীস শিক্ষার প্রসারের জন্য মূলত তিনিই প্রথম উন্নতমানের ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সূচনা হয় ৭ম শতাব্দীর মাঝা- মাঝি সময়কাল হতে। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী হতে খানকাহ ভিত্তিক ও মসজিদ কেন্দ্রিক ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত

হয়। কিন্তু বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে হাদীস চর্চার জন্য মাদ্‌রাসা বা ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র তখন গড়ে উঠেনি। মুহাদ্দিস শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা (রহ.) (মৃ.৭০০/১৩০০ খৃষ্টাব্দ) বুখারা হতে ইলমে হাদীসের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্য প্রথমে দিল্লি এবং পরিশেষে ৬৬৭/১২৬৯ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে সোনারগাঁয়ে আগমন করে একটি বৃহৎ ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ম্যাধমে সেই অভাব পুরণ করে। এই শিক্ষা কেন্দ্র বা মাদ্‌রাসা হাদীস চর্চার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।[১০৬] তিনিই সর্ব প্রথম বাংলাদেশে সহীহায়ন নিয়ে আসেন এবং সোনার গাঁয়ে তাঁর পাঠ দান শুরু করেন। আমৃত্যু তিনি ইলমে হাদীসের দারস দেন।[১০৭]

২. শরফুদ্দিন আহমদ বিন ইয়াহিয়া মুনায়রী (রহ.):

তিনি ভারতের পাটনার অন্তর্গত বিহার হতে ৬০ মাইল দুরে মাসেনর নামক গ্রামে ১২৬৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামার তত্বাবধানে সোনারগাঁয়ে এসে ১২৯১ খৃষ্টাব্দে লেখা-পড়া সমাপ্ত করেন। তিনি হাদীসের বিভিন্ন শাখা যেমন রিজাল শাস্ত্র এবং হাদীসের পরিভাষা সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি সোনারগাঁয়ে কিছু দিন শিক্ষকতা করেন। বিখ্যাত এই হাদীসবেত্তা ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে ইনতেকাল করেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ হল "মাকতুবাত" যাতে কদাচিৎ হাদীস স্থান পেয়েছে। তাঁর হাদীসের উপর উল্লেখযোগ্য কাজ হল হাদীস বিজ্ঞান "রিওয়াত বিল মা'না" (অর্থের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা) ও "ছুরত আল-রাবী" (হাদীস গৃহিত হওয়ার শর্ত সমূহ)।[১০৮]

৩. শায়খ মোহাম্মদ বিন আজদান বক্‌স বাঙ্গালী (রহ.):

তিনি ঢাকার একডালায় (ঘোড়াশাল ষ্টেশনের ৬ মাইল উত্তরে) বসে পূর্ণ বুখারী শরীফ প্রতিলিপি করেছিলেন এবং সোনারগাঁয়ের তৎকালীন শাসক আলাউদ্দীনকে উপহার দিয়েছিলেন। পাটনার বাঁকীপুর লাইব্রেরীতে উহা এখনো বিদ্যমান আছে।[১০৯]

৪. হাজী শরীয়তুল্লাহ (রহ.):

প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব, আলিম, মুজাহিদ, সংস্কারক ও ফরায়েযী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বৃহত্তর ফরিদপুরের মাদারীপুর জেলার শামাইল গ্রামে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[১১০] স্বদেশে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৭ বছর বয়সে মক্কায় গমন করেন এবং তথায় শায়খ তাহের সম্বলের নিকট তাফসির-হাদীসের, ফিকহ ও বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।[১১১] অত:পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি কুর'আন-হাদীসের অধ্যাপনা ও আধ্যাত্মিক সাধনায় মনোনিবেশ করেন।

৫. মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহ.):

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহ.) ভারতের অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুরের মোল্লাটোলা মহল্লায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ১২ জুন জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর তিনি বাংলাদেশের বরিশাল, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও রংপুরে নৌকাযোগে হাদীস প্রচার করেন। জানা যায় যে, তিনি নৌকাকে ভ্রাম্যমাণ মাদ্রাসা বানিয়ে উক্ত এলাকায় হাদীসের বাণী প্রচার করতেন । তাঁর দুটো উল্লেখযোগ্য হাদীসের অনুবাদ গ্রন্থের একটি 'তরজুমা শামাইল তিরমিযি' ও অপরটি 'তরজুমা মিশকাত'।[১১২]

৬. মাওলানা আবদুল হামীদ (মৃত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ) (রহ.):

তিনি আনুমানিক ১২৮৬ হি. চট্টগ্রাম জেলার হাট হাজারী থানার অন্তর্গত মাদার শাহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম মোহছিনিয়া মাদ্‌রাসা হতে শিক্ষা জীবন শেষ করে আজীবন মাদ্‌রাসা ও জাতির খেদমত করেন।[১১৩]

৭. শামসুল উলামা, মৌলানা নাজের হাছান (মৃত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ) (রহ.):

সাহারান পুর জেলার দেওবন্দে তার জন্ম। কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে অবসর গ্রহণ করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী স্টাডিজ বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। মাদ্‌রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয় স্থানে তিনি হাদীস শিক্ষা দেন।[১১৪]

৮. মাওলানা মোহাম্মদ ইছহাক বর্ধমানী (মৃ. ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ) (রহ.):

শামছুল উলামা হাফেজ মাওলানা ইছহাক বর্ধমানী ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম বঙ্গের জেলার কইথন নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবন শেষ করে প্রথমে জামেউল উলূম, পরে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কলকাতা আলিয়ার শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা বিভাগে কিছু দিন অধ্যাপনা করেন।[১১৫]

৯. হযরত মাওলানা জমীর উদ্দীন চাটগামী (মৃ. ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ) (রহ.):

তিনি ১২৯৬ হি. চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ির অন্তর্গত শুয়াবীল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গঙ্গুহ ও দেওবন্দে পড়া-লেখা করেন। দেশে ফিরে প্রথমে কিছুদিন ফটিকচড়ির বিবিরহাট মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। পরে মুইনুল ইসলাম হাটহাজারীর পৃষ্টপোষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। মাদ্রাসায় তিনি হাদীস, তাফসীর, ফেকাহ প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা প্রদান করেন।[১১৬]

১০. মাওলানা মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ (রহ.) (মৃত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ):

মাওলানা মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার চারিয়া গ্রামে ১২৮৭ হি. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে চট্টগ্রাম মোহছিনিয়া মাদ্রাসায় এবং শেষে দেওবন্দে পড়া-লেখা করেন। দেশে ফিরে তিনি মাওলানা আবদুল ওয়াহেদকে সঙ্গে নিয়ে হাট হাজারী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত হাদীসের খেদমত করেন।[১১৭]

১১. মাওলানা মোহাম্মদ ছহুল ওছমানী (রহ.):

তিনি ১২৯৩ হি. বিহার প্রদেশের ভাগলপুর জেলার পূর্ণিয়া মহকুমার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহন করে। শিক্ষা জীবন শেষে তিনি শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেন। তিনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার মুদাররিস নিযুক্ত হন এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সিলেট আলিয়া মাদ্রাসায় বদলী হন। সিলেটে তিনি হাদীস শিক্ষা দেন।[১১৮]

১২. মাওলানা আবদুস সালাম: মাওলানা আবদুস সালাম ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার রামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মৌলভী আবুল হাশিম ভূঁইয়া। তিনি ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসায় হাদীস বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি প্রথমে মাদারীপুরে আহমদিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় যোগদান করেন। পরে দুর্বাটি আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে সেখানে হাদীস বিষয়ে পাঠদান করেন। পরিশেষে ২০০১ খৃষ্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর তিনি ইনতেকাল করেন দুর্বাটি আলিয়া মাদ্রাসার মসজিদ প্রাঙ্গনের কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[১১৯]

১৩. মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ বরাআত আলী (রহ.):

তিনি খোরাসানের অন্তর্গত বলখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে পড়া-লেখা শেষ করে ঢাকায় আগমন করেন এবং আজীবন নবাব বাড়ীর মসজিদে ইমামতি করেন। প্রথমে তিনি প্রাইভেট ভাবে কিছু সংখ্যক ছাত্রকে হাদীস-তাফসীর শিক্ষা দিতে থাকেন। ঢাকা ইসলামিয়া মাদ্রাসা স্থাপিত হলে তথায় তিনি আমৃত্যু হাদীস-তাফসির শিক্ষা দেন।[১২০]

১৪. মাওলানা আবদুল আউয়াল (রহ.) (মৃ. ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ):

তিনি কুমিল্লা জেলার লাকসামের অন্তর্গত দাঁড়াচ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবন শেষ করে প্রথমে গাজীমুড়া ও চট্টগ্রামের দারুল উলূম মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। সবশেষে ছারছীনা আলিয়ায় শায়খুল হাদীসের পদ গ্রহণ করে হাদীসের শিক্ষা দেন।[১২১]

১৫. মাওলানা সাইদ সন্ধীপী (রহ.) (মৃ. ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ):

চট্টগ্রামের সন্ধীপের অধিবাসী মাওলানা সাইদ দেওবন্দ হতে শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে প্রায় ৪০ বছর হাটহাজারী মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি চারিয়া মাদ্রাসার শায়খুল হাদীসের পদ অলংকৃত করেন।[১২২]

১৬. মাওলানা মোহাম্মদ এয়াকুব (রহ.) ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ):

চট্টগ্রাম জেলার পঠিয়া থানার জিরী স্থানের অধিবাসী মাওলানা এয়াকুব দেওবন্দ থেকে শিক্ষা জীবন শেষ করে হাটহাজারী মুইনুল ইসলাম মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি উক্ত মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীসের পদ অলংকৃত করেন।[১২৩]

১৭. মাওলানা আবদুল মজীদ (দেবীপুরী) (রহ.);

তিনি কুমিল্লা জিলার অন্তর্গত দেবীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আহমদ আলী। তিনি কামরাঙ্গা মাদ্‌রাসা হতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে আলিম, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ফাযিল এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কামিল (ফিকহ বিষয়ে) পাশ করেন। মাওলানা ইয়াহিয়া ও মাওলানা মোশতাক আহমদ এর নিকট তিনি হাদীস অধ্যায়ন করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি প্রথমে ফরিদগঞ্জ আলিয়া মাদ্‌রাসায় সুপারেন্টেন্ডেন্ট পদে, অত:পর ফয়েজিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় সহকারী সুপারেন্টেন্ডেন্ট এবং পরিশেষে দৌলতগঞ্জ গাজিমুড়া আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন।[১২৪]

১৮. মাওলানা আবদুল গফুর নোমানী (রহ.):

মাওলানা আবদুল গফুর নোমানী (রহ.) ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে কুমিল্লা জিলার নারায়নপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আকামত আলী মজুমদারও পিতামহ মুহাম্মদ আমজাদ মজুমদার। কথিত আছে তাঁর পূর্ব পূরুষগণ পারস্য থেকে প্রথমে ভারতের দিল্লী এবং পরে বাংলায় আগমন করেন। জনাব নোমানী মিয়া বাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে কিছুদিন লেখা-পড়া করার পর চট্টগ্রাম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। অত:পর লাকসাম গাজীমুড়া আলীয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান হতে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে ফাযিল পাশ করেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সিলেট আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে কামিল পাশ করেন। শিক্ষাজীবন শেষে প্রথমে চৌদ্দগ্রামস্থ মনতলী মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরে মৌকরা সিনিয়র মাদ্‌রাসা, ছুপুয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রামের জামেয়া আহমদীয়া সুন্নীয়া মাদ্‌রাসা (১৯৬৪-১৯৬৭), ফেনী আলিয়া মাদ্‌রাসা এবং পরিশেষে নেছারিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। এ বিখ্যাত মনীষী ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইনতেকাল করেন।

১৯. মাওলানা মুহাম্মদ ওবাইদুল (রহ.):

মাওলানা মুহাম্মদ ওবাইদুল হক বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, সুফী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সমাজ সেবক ও সংগঠক। চট্টগ্রাম জিলার সাতকানিয়া উপজিলার কেঁওচিয়া গ্রামে ১৬ মে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে হামীদ আলীর গ্রহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদার নাম আকবর আলী। জানা যায় তাঁর পূর্ব পুরুষ গৌড়ের অধিবাসী। তিনি চাচাত ভাই মুহাম্মদ মেহের আলীর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। অত:পর এক গৃহ শিক্ষকের নিকট কুর'আন পাঠ গ্রহণ করেন এবং আফযাল নগর মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। ইতোমধ্যে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পিতা ইনতেকাল করলে তাঁর পড়া-লেখা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। তাঁর মাতার উৎসাহ ও আগ্রহে এবং কতিপয় শিক্ষকের সহযোগিতায় তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। তিনি উক্ত মাদ্‌রাসা হতে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে জামাতই সুওয়াম অর্থাৎ আলিম পাশ করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ফাযিল ও ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কামিল পাশ করেন। শিক্ষা জীবন শেষে তিনি চট্টগ্রাম দারুল হাদীছ মাদ্‌রাসায় কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে তিনি ফেনী সিনিয়র মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন। শিক্ষকতার পাশা-পাশি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদরাসা শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া পূরণের লক্ষে 'জামী'আতুল-মুদাররিসীন' নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৪ বছর উক্ত সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তাছাড়া জামী'আতের মুখপাত্র হিসেবে ১৯৪৯ খ্রষ্টাব্দ তার উদ্যোগে' 'তালীম' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল । ১৯৩১ হতে ১৯৮২ খ্রষ্টাব্দে পর্যন্ত দীর্ঘ ৫১ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি প্রথমে হেড মাওলানা ও পরে অধ্যক্ষ হিসেবে ফেনী মাদরাসা পরিচালনা করেছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি নিজ গ্রামের নিজ বাড়ী সংলগ্ন কুর'আন-হাদীসের খিদমত করার জন্য ইসলামিয়া মাদরাসা নামে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাজনীতির ব্যাপারেও সজাগ ছিলেন। ছাত্রজীবনে ও কর্মজীবনের প্রথম দিকে তিনি জাম'ইয়্যাত-ই

উলামা-ই হিন্দের সমর্থক ছিলেন, খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তবে শিক্ষাদানই তার জীবনের অমর কীর্তি। ইসলামের বিভিন্ন শাখায় নিয়োজিত থেকে অবশেষে ১৯৮৪ খ্রষ্টাব্দের ১৫ অক্টোবর সকালে এ মনীষী ইনতেকাল করেন। [১২৫]

২০. আবদুর ছাত্তার বিহারী (রহ.) :

তিনি বিহার প্রদেশের অন্তর্গত পাটনা জিলার সরাই নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মোহাম্মদ জান জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করেন এবং ২৪ পরগনার গুরুীকা নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীর মোহছিনিয়া অত:পর কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। অত্র মাদরাসা হতে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ছুয়াম ও ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে উলা পাশ করেন এবং ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে "ফকরুল মোহাদ্দেছীন" পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় হাদীস বিষয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি ১৯২৯ খ্রীষ্টব্দ মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ডের কাজও পরিচালনা করেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত বোর্ডের সহকারী রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা আলিয়া ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে তিনি ঢাকায় চলে আসেন।

২১. মাওলানা আবদুছ ছাত্তার ছিদ্দিকী বিহারী (রহ.) :

তিনি বিহার প্রদেশের অন্তর্গত চাম্পারণ জিলায় পিতা মরহুম মাওলানা হাকীম আবদুর রহমান-এর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেওবন্দে লেখা-পড়া শেষ করে ছারছীনা দারুস সুন্নাহ আলিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন এবং সেখানে দীর্ঘদিন হাদীসের খিদমত করেন। তিনি বুখারী শরীফের কিতাবুত তাফসীরের এবং তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যা করেন। [১২৬]

২২. মাওলানা ছুফী ওছমান গনী (রহ.) (মৃ. ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ) :

তৎকালীন বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার হাজীগঞ্জ থানার চন্দনপুরায় তিনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে কলকাতা মাদরাসা সহ বিভিন্ন মাদরাসায় লেখা-পড়া করেন। দেশে ফিরে তিনি ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদরাসায় ও পরে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকতা করেন এবং ১৯৪৭ সালের পর ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় হাদীস শিক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন। [১২৭]

২৩. মাওলানা আলী আহমদ কদুরখিলী (রহ.) মৃ. ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ) :

চট্রগ্রামের বোয়াল খালী থানার কদুরখিলী গ্রামে তার জন্ম। জিরী মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে দারুল উলুম দেওবন্দ সহ বিভিন্ন মাদ্রাসায় উচ্চ শিক্ষা করেন। দেশে ফিরে তিনি জিরী, সফরভাটা, চারিয়া ও চট্রগ্রাম মাজাহের উলূম মাদরাসায় বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেন। অত:পর পটিয়া জামিরিয়া কসেমুল উলুম মাদরাসায় হাদীস শিক্ষা দেন। [১২৮]

২৪. মাওলানা ফজলুর রহমান (রহ.) (মৃ. ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ) :

চট্রগ্রামের বাশখালী থানার জলদী গ্রামে তার জন্ম। চট্রগ্রামে মোহছিনিয়া মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে দেওবন্দসহ বিভিন্ন মাদ্রাসায় উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন। দেশে ফিরে চট্রগ্রামের দারুল উলূম মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন এবং এখানে ৪৬ বছর নিয়োজিত থাকেন। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পটিয়া জমিরিয়া কাসিমুল উলূম মাদরাসার শায়খূল হাদীসের পদ অলংকৃত করেন। [১২৯]

২৫. হাফেজ মাওলানা আতহার আলী (রহ.) :

তিনি সিলেট জেলায় গোঙ্গাদিয়া গ্রামে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর উলূম দেওবন্দে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করে সিলেট ও কুমিল্লার বিভিন্ন মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেন। অত:পর কিশোরগঞ্জে শহীদী মসজিদ নামে একটি মসজিদ এবং জামেয়া এমদাদিয়া নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। [১৩০]

২৬. মাওলানা আবদুল আজীজ (রহ.) (ঝিঙ্গাবাড়ী) :

তিনি সিলেটের কানাইঘাট থানার ঝিঙ্গাবাড়ী গ্রামে আনুমানিক ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঝিঙ্গাবাড়ী ও সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা হতে আলিম ও ফাযিল পাশ করেন এবং কলকাতা আলিয়া থেকে কামিল পাশ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করে ঝিঙ্গাবাড়ী মাদরাসায় ১২/১৩ বছর হাদীস শিক্ষা দেন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সিলেট এবং ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। [১৩১]

২৭. নিয়াজ মাখদুম খোতানী (রহ.) :

মধ্য এশিয়ার রাশিয়া ও চীনের সীমান্তবর্তী অঞ্চল খোতানের সীংগাঙ নামক স্থানে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে আল্লামা নিয়াজ মাখদুম খোতানী (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন তাঁর পিতা শায়খ মুহাম্মদ সিদ্দিক ও পিতামহ শায়াখ বংশের মেয়ে। আল্লামা খোতানী ৫ বছর বয়সে মাকে হারান। চাচার তত্ত্বাবধানে খালাক মাদরাসায় শিক্ষা সমাপ্তি পর উচ্চ শিক্ষার জন্য কাশগড়ের মাদরাসায় ভর্তি হন। শিক্ষাজীবন শেষে চীনা-তুর্কী সংগ্রামে তিনি তুর্কীদের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেন। দীর্ঘদিন পর মুসলিমরা যখন পরাস্ত হয় তখন আহত অবস্থায় ভারতীয় উপ-মহদেশে আগমন করেন এবং পরে দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে দেওবন্দ মাদরাসা থেকে শিক্ষা সমাপ্ত এবং ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩০ জুন তারিখে ছারছীনা মাদরাসায় হাদীসের পাঠ দানের জন্য যোগদান করেন। দীর্ঘ দিন ছারছীনা মাদরাসায় শিক্ষকতা ও ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত থেকে ২৯ অক্টোবর ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২৮. পীরজী মাওলানা আবদুল ওহ্হাব (রহ.) :

কুমিল্লা জেলার হোমনা থানার রামকৃষ্ণপুর গ্রামে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তার জন্ম। দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সামাপ্তির পর ঢাকা মোহছিনিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন। প্রথমে তিনি বক্ষণবাড়িয়া ইউনুছিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন এবং পরে ঢাকা আশরাফুল উলূম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে তথায় হাদীস- তাফসীর শিক্ষা দিয়ে থাকেন । [১৩৩]

২৯. মাওলানা যফর আহমদ ওসমানী (রহ.) :

বিগত হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর এক শীর্ষস্থানীয় হাদীস তত্ত্ববিদ ছিলেন হযরত যফর আহমদ উসমানী। ১৩১০ হিজরীর ১৩ই রবিউল আউয়াল তারিখে দেওবন্দ শহরের বিখ্যাত উসমানী পরিবার তার জন্ম ।[১৩৪] তার পিতার নাম ছিল আব্দুল লতীফ উসমানী। অসাধারণ মেধা ও অধ্যবসায়ের ফলে মাত্র ১৬ বছর বয়সে (১৩২৬ হিঃ) দাওরায়ে হাদীস পাঠ সমাপ্ত করে সনদ লাভ করেন। তিনি সাহারানপুর মাজাহেরুল উলূম মাদরাসায় ৭ বছর হাদীসের শিক্ষকতা হযরত আশরাফ আলী থানাবী (রহ.) এর নির্দেশে থানা ভবনের নিকটবর্তী মাদ্রাসা এরশাদুল উলূমে বুখারী-মুসলিম শরীফের পাঠদান করতেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুনামের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীস ও তাফসীরের অধ্যাপনা করেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ঢাকা সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা চুক্তিভিত্তিক প্রধান মুহাদ্দিস নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সেখানে বুখারী শরীফ পাঠাদানে নিয়োজিত থাকেন। এ সময় শত শত উলামায়ে কেরাম তার নিকট হাদীসের দরস ও সনদ গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিয়া মাদ্রাসা অধ্যাপনার সময় পাশ করা আলিমদেরকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে হাদীসের শিক্ষা দিতেন। তিনি বড় কাটরা আশ্রাফুল উলূম মাদ্রাসা এবং পরবর্তী 'জামেয়া কুর'আনিয়া আরাবিয়া' লালবাগের অনারারীভাবে হাদীস শিক্ষা দিতেন। তিনি ১৩৯৪ হিঃ সনের জিলকদ মাসে ইনতেকাল করেন। 'এলাউস সুনান' হল তার উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর অন্যতম। [১৩৫]

৩০. ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম (রহ.) :

বিখ্যাত হদীস বিশারদ মাওলানা তাজুল ইসলাম ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া জেলার নাছিরনগর উপজেলার ভূবন গ্রামে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১৩৬] নিজ গ্রামের স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে মাওলানা আবদুল করিমের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি শ্রী ঘর মাদ্‌রাসা কিছুদিন লেখা-পড়া করার পর বাহুবল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। বাহুবল মাদ্‌রাসায় লেখা-পড়া শেষ করে সিলেট আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন (১৩৩৭-১৩৩৮ হি) এবং আলিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষা শেষ করে ১৩৩৮ হি. দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। ১৩৪২ হি. দেওবন্দ থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে ঢাকায় এবং পরে কুমিল্লাস্থ জামেয়া মিল্লিয়ায় শায়খুল হাদীস হিসেবে যোগদান করেন । ১৩৪৫ হি. ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার জামেয়া ইউসুনিয়ার অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। এখানে সুদীর্ঘ ৪২ বছর তিনি অত্যন্ত দক্ষতার হাদীসের খেদমত করে যান। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল তিনি ইনতেকাল করেন। [১৩৭] জামেয়া ইউনুসিয়া মাদ্‌রাসা সংলগ্ন পাশ্বে তাকে সমাহিত করা হয়।

৩১. মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) :

মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জের বর্তমানে টংগী পাড়ার গহরডাঙ্গা গ্রামের অধিবাসী পিতা মুন্সী আবদুল্লাহর ঔরসে মাতা আমিনার গর্ভে ১৯৯৮ ।[১৩৮] মতান্তরে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[১৩৯] গহড়াঙ্গা গ্রামের পার্শ্ববর্তী পাটগাতীর হিন্দু মন্ডপে পাথমিক শিক্ষা শেষ করে সুইটাকাঠি স্কুল হতে ৪র্থ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। অত:পর কলকাতা আলিয়া এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগ হতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হন। পরে দেওবন্দ ও মাজাহিরুল উলূম সাহরানপুর হতে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে দেশে প্রত্যাবর্তন করে ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার ইউনুসিয়া মাদ্‌রাসায় যোগদান করে হাদীসসহ অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দান করেন। তিনি লালবাগ কুর'আনিয়া আরাবিয়ার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন। মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থ রচনা ও সমাজ সংস্কারমূলক কার্যাবলীতে সম্পৃক্ত থেকে অবশেষে ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারীতে ইনতেকাল করেন । হাদীসের ব্যাখ্যাসহ তার শতাধিক গ্রন্থ রয়েছে।[১৪০]

৩২. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (রহ.) :

গবেষক, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ । তিনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ১২ ডিসেম্বর নোয়াখালীর ফেনীর অন্তর্গত নেয়াজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শেখ আলী আজম ও মাতার নাম বেগম রহীমুন্নেসা। পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ফেনীর দাগনভূয়া আজিজিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে নেজাম পুরের আবূর হাট মাদ্‌রাসা হতে হাফতম ও শশম এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের দারুল উলূম মাদ্‌রাসা ছাহারাম হতে উলা পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন ও ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে উলা পাশ করেন। শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর ১৯২৭ সাল পর্যন্ত বালুচৌমুহনী মাদ্‌রাসা এবং পরে ১৯২৮ হতে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ফেনী আলিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেন। পরিশেষে তিনি বিভিন্ন মহৎ কার্যের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে ১৯৭১ '[১৪১] /১৯৭২ সালের ১৬ ই আগষ্ট ইন্তেকাল করেন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন শাখায় অবদান রেখে গিয়েছেন। তার জীবনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অবদান হল তার রচিত" হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস"। তিনি মিশকাত শরীফেরও অনুবাদ করেন।[১৪২]

৩৩. হযরত মাওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খান (রহ.) :

মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খান ছিলেন একজন নির্ভীক আলিম, প্রখ্যাত মুফাসসির অন্যতম হাদীস বিশারদ ও বিশিষ্ট্য ইসলামী চিন্তাবিদ। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[১৪৩] মুফতি দ্বীন মুহাম্মদ খান (রহ.)-এর ধর্মীয় শিক্ষার সূচনা হয় ঢাকার চকবাজর মসজিদে। এখানে প্রখ্যাত আলিম মাওলানা ইব্রাহীম পেশোয়ারীর নিকট কাওমী মাদ্‌রাসা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত হাদীসের কিতাব অধ্যয়ন করেন। অত:পর দারুল উলূম দেওবন্দে হাদীস-তাফসীর ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন। আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় সুপন্ডিত মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খান ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকার

হাম্মদিয়া মাদ্রাসা বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হদীস শিক্ষা দেন। তিনি ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা হাদীসের অধ্যপনা করেন ।[১৪৪] সারা জীবন ইসলাম ও ইলমে হাদীসের খেদমতে নিজেকে বিলিয়ে এ ক্ষণজন্ম মহামনীষী ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দের ২ রা ডিসেম্বর ইনতিকাল করেন। তাকে লালবাগ শাহী মসজিদ প্রাঙ্গনে সমাহিত করা হয়।[১৪৫]

৩৪.মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) :

হাফেজ্জী হুজুর উপাধি বহনকারী এ মনীষীর নাম মুহাম্মদুল্লাহ। বৃহত্তর নোয়াখীর লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর থানার সুদয়া গ্রামে ১৯১৩হি./১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১৪৬] তার পিতার নাম মুনশী মুহাম্মদ ইদ্রীস । নীজ চাচার হাতে পবিত্র কুর'আন শিক্ষা করার পর লক্ষ্মীপুরের পশ্চিমে চন্দ্রগঞ্জ বাজের স্থাপিত সমকালীন প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা প্রধান ওস্তাদ মাওলানা উসমান গনী (র.) -এর কাছে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পাপ্ত করনে। অত:পর কুমিল্লার লাকসামের ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর মাদ্রাসা কিছুকাল লেখা -পড়া করার পর বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের পানিপথ অঞ্চলে গমন করেন এবং ১৩৩৩ হি. তে কুর'আন হেফয করে উচ্চ শিক্ষার জন্য মাজাহিরুল উলূম মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৩৪০ হি. সাহরান পুর থেকে দাওরায়ে হদীস শেষ করে দারুল উলূম দেওবন্দ গিয়ে ইলমে হাদীসসহ বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। তিনি দেশে ফিরে প্রথমে ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার জামিয়া ইউনুসিয়ায় কিছূদিন শিক্ষকতা করার পর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন পূর্ব বঙ্গের রাজধানী ঢাকার বড় কাটারার আশ্রাফুল উলূম মাদ্রাসা ,১৯৫০ খৃষ্টাব্দে লালবাগ জাজিয়া কুর'আনিয়া আরাবিয়া, ১৩৮৪ হি. আশারাফাবাদ কামরাঙ্গী চরে মাদ্রাসা -এ-নূরিয়া প্রতিষ্ঠা করে হাদীস শিক্ষা দেয়। মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী কহুজুর তার ৯৫ বছর বয়সে ৮ ই রমযান ১৪০৭ হি. ৭ই মে ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে ইনতেকাল করেন। মাদ্রাসা এ-নূরিয়া আঙিনায় তাকে সমাহিত করা হয়।[১৪৭]

৩৫. মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ 'মুহাদ্দিস সাহেব' (রহ.):

ইসমে হাদীসের বিশাল ভান্ডারের ধারক বাহক হবার পরম সৌভাগ্য লাভ করেছেন যে সব ওলীয়ে কামিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ ওরফে মুহাদ্দিস সাহেব। তিনি আনুমানিক ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর মহকুমার মুমিনপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ঐতিহ্যবাহী আলিম ও দ্বীনদার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন । স্বীয় পরিবারেই তার শিক্ষা জীবনের হাতে খড়ি। অত:পর শিক্ষা লাভের জন্য ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া জেলার জামেয়া ইউনুসিয়ায় ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি উর্দূ, ফার্সি, আরবী সাহিত্য, ফিক্হ, তাফসীর, যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্র প্রভৃতি অর্জন করেন। অত:পর ইলমে হাদীসের উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য দেওবন্দ গমন করে হুসাইন আহমেদ মাদানীর নিকট হাদীস শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বড়কাটারা মাদ্রাসায় তিনি ১২/১৪ বছর, লালবাগ কুর'আনিয়া আরাবিয়ায় ৩৪ বছর এবং জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানীয়া যাত্রাবাড়ীতে ১২ বছর ইলমে হাদীসের খিদমত করেন। তিনি ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দে ২২ ই মার্চ শুক্রবার বাদ ফজর ৮৮ বছর বয়সে ইনতেকাল করেন। সর্বশেষ কর্মস্থল জামেয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ীতে তাকে সমাহিত করা হয়।[১৪৮]

৩৬. শায়খ আবদুর রহীম (রহ.) :

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও আওলি-ই-হাদীস জামাতের আলিম । মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরে মুহাম্মদপুর গ্রামে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ইয়াকুব। স্থানীয় মকতবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে জঙ্গীপুর হাই মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে কিছু দিন অধ্যয়নের পর ঢাকায় চলে আসেন এবং প্রথমে ঢাকা মুহছিনিয়া মাদ্রাসায় ও পরে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে লেখা-পড়া করেন। অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ইসলামিক ম্যাট্রিকুলেশন ও ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বি.এ অর্নাস শ্রেণীতে ভর্তি হন, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বি.এ অনার্স ও ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। শিক্ষাজীবন শেষে প্রথমে জঙ্গীপুর হাই মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষকরূপে

পরে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯০৪ হতে ১৯৪৩ পর্যন্ত দারুল উলূমে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অবসর গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত এবং ১ মে ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে ইনতিকাল করেন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখেন। তাঁর হাদীস সংক্রান্ত অবদান হল 'তাজরীদুল বুখারী' এর বঙ্গানুবাদ।

৩৭. মুফতি সায়্যিদ মুহাম্মদ আমীমুল এহসান (রহ.) :

মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মদ আমীমুল এহসান ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ভারতের মুঙ্গর জিলার পাচনা গ্রামে মাতামহের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা হাকীম সায়্যিদ আবুল আজীম মুহাম্মদ আবদুল মান্নান কলকাতায় বসতি স্থাপন করেন। মুফতী আমীমুল এহসান ৫ বছর বয়সে চাচা সায়্যিদ আবদুদ্দাইয়ানের নিকট ৩ মাসে কুর'আন শরীফ খতম করেন। তিনি ফাসী, উর্দূর প্রাথমিক কিতাবের পাশা-পাশি আরবী ও ইংরেজী অধ্যয়ন করেন। পরে কলকাতায় অবস্থানরত পাঞ্জাবের মুহদ্দিস, ফকীহ ও সূফী সাধক মাওলানা বরকত আলী (রহ.) -এর নিকট কুর'আনের তরজমা, হিছনে হাছীন, বিভিন্ন উচ্চমানের ফার্সী গ্রন্থ ও আরবী ব্যাকরণ এবং তাসাউফ শিক্ষা করেন। উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৩০ ও ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে ফাজিল ও কামিল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণ পদক লাভ করেন। তিনি ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতার নাখোদা মসজিদ সংলগ্ন কাওমী মাদ্রাসা প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে নখোদা মসজিদের ইমাম ও মুফতী পদ অলংকৃত করেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতার কাযী ও ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় সরকারের অবৈতনিক, পরবর্তীকালে কলকাতা আলিয়া ও ঢাকা আলিয়ার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে দেশ বিভাগের পর কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং মাদ্রাসা আলিয়া ঢাকাতে শিক্ষকতা করতে থাকেন । তিনি ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মাদ্রাসা আলিয়ায় শিক্ষকতা করেন । তিনি কুর'আন-হাদীসের খিদমত করে ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৭ অক্টোবর রবিবার ইনতিকাল করেন। তিনি প্রায় আড়াইশ গ্রন্থের রচয়িতা। তার হাদীস বিষয়ক রচনার অন্যতম হল, মীযানুল আখবার ও তারিখে ইলম হাদীস। [১৪৯]

৩৮. হযরত মাওলানা মুফতি আবদুল মুঈয (রহ.) :

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের দীর্ঘ দিনের খতীব হযরত মাওলানা মুফতী আবুল মুঈয (র.) ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ৩রা মার্চ বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলের বর্তমান লক্ষপুর জেলার বটতলী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা 'আশ্রাফুল মাদারেস' এ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অত:পর দরুল উলূম দেওবন্দ থেকে উচ্চ শিক্ষা শেষ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে এসে নিজ গ্রাম বটতলী মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। অত:পর বরিশালের বর্তমান ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর থানার চারখালি ইসলামিয়া আজিজিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। পরবর্তী সময়ে ঢাকার বড় কাটারার আশ্রাফুল উলূম মাদ্রাসায় মুদাররিস নিযুক্তহন এবং লালবাগে জামেয়া কুর'আনিয়া আরাবিয়া প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এখানে যোগদান করে আমৃত্যু হাদীসের খিদমত করেন । তিনি ২৬ ই আগষ্ট ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে ইনতেকাল করেন। তাকে নিজ গ্রামের মাদ্রাসা মসজিদদের দক্ষিণে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। [১৫০]

৩৯. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহ.) :

তিনি উপ-মহাদেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, সাংবাদিক, অর্থনীতিবিদ এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও লেখক। তিনি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২ মার্চে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা হতে মমতাজুল মোহাদ্দেসীন ডিগ্রী লাভ করেন। শিক্ষা জীবনে তিনি ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় গবেষণায় নিয়োজিত হন। তিনি কর্ম জীবনের কোন এক সময়ে বরিশালের নাজিরপুর ও কেউন্দিয়া কাউখালী মাদ্রাসায় প্রধান মাওলানা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি গতানুগতিক ধরা-বাঁধার চাকুরী পছন্দ করতেন না

বলে জীবনে আর না বলে কোন চাকুরীতে যোগদান করেননি। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৬৮ হতে ১৯৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইসলামিক রিসার্চ একাডেমির পরিচালক, ১৯৭১ হতে ১৯৭৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ হতে একমাত্র সদস্য হিসেবে রাবেতা-এ-আলম আল ইসলামী এবং ও. আই. সি'র ফিকহ কমিটির সদস্য ছিলেন। তার মৌলিক ও অনূদিত গ্রন্থ মিলিয়ে সংখ্যা ১২০ টি। তিনি ১ অক্টোরব ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে ইনতিকাল করেন। তার রচিত হাদীস বিষয়ক গ্রন্থগুলো হল- হাদীশ শরীফ ১ম ও ২য় খন্ড (১৯৬৭), হাদীস সংকলনের ইতিহাস (১৯৬৯) হাসীস শরীফ ৫ম খন্ড। [১৫১]

৪০. আল্লামা আবদুর রহমান কাশগরী (রহ.) (১৯১২-১৯৭১ খৃ.) :

তিনি হদীস, তাফসীর, ফিকহ শাস্ত্র এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যে গভীর জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। চীনা তুর্কিস্তানের কাশগরে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তার জন্ম। পিতা ছিলেন সামন্ত শাসক ও বিজ্ঞ আলিম। কমিউনিস্ট বিপ্লবের পরবর্তী গণহত্যা এবং নির্যাতনের কবল থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কিশোর বয়সে দেশত্যাগীদের কাফেলায় শরীক হয়ে হিন্দুস্তানে এনে লখনৌর নাদওয়াতুল-উলামার এতীমখানায় তিনি আশ্রয় লাভ করেছিলেন। নাদওয়াতেই উচ্চ শিক্ষা (১৯২২-৩০) লাভ করেন। শিক্ষা জীবন শেষ করে আল্লামা কাশগরী কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন। পরে কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং এখানে ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ১ এপ্রিলে ইনতিকাল করেন। আজিমপুর নতুন কবরস্থানে তিনি সমাহিত হন। [১৫২]

৪১. হযরত মাওলানা আবদুল মজীদ ঢাকুবী (রহ.) :

হযরত মাওলানা আবদুল মজীদ ঢাকুবী (র.) মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার কুড়হাটি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ভূইয়া পরিবারে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর ঢাকার বড় কাটরার আশ্রাফুল উলূম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এখানে সিহাহ সিত্তার অধ্যয়ন শেষে দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন এবং মাওলানা ইদ্রিস কান্দুলবীর নিকট সহীহ মুসলিমের বিশেষ সনদ লাভ করেন। তিনি কিছুদিন শামছুল হক ফরিদপুরী প্রতিষ্ঠিত 'গহরডাঙ্গা মাদ্‌রাসায় হাদীসের পাঠদান করেন। অত:পর বরিশাল মাহমুদিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনায় নিয়োজিত হন। ইতোমধ্যে ঢাকার লালবাগ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত হন এবং দীর্ঘ ৪৫ বছর ব্যাপী নিরলস ভাবে হাদীসের খেদমত করেন। ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দের ২২ মে বৃহস্পতিবার ৭৯ বছর বয়সে ইনতেকাল করেন। [১৫৩]

৪২. হযরত মাওলানা সালাহ্ উদ্দীন (রহ.) :

তিনি বৃহত্তর বরিশালের বর্তমান ভোলা জেলার লালমোহন থানার নবীনগর (কচ্ছপিয়া) গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর গহরডাঙ্গা মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। অত:পর খুলনা উদয়পুর মাদ্‌রাসা, ঢাকার বড় কাটরার লালবাগ মাদ্‌রাসায় লেখা-পড়া করেন। শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর তিনি লালবাগ মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন ১৯৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এখানেই শিক্ষকতা করেন এবং ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি মধ্য ভোলার হুসাইনিয়া মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন। ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় লালবাগ মাদ্‌রাসায় আগমন করেন এবং ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লালবাগ মাদ্‌রাসায় মুসলিম শরীফসহ বিভিন্ন কিতাবের পাঠদান করেন । ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানীয়া যাত্রা বাড়ীতে চলে আসেন । আমৃত্যু যাত্রাবাড়ীতে হাদীসের শিক্ষাদান করেন। তিনি ৭ ই এপ্রিল ইনতেকাল করেন এবং তার শেষ কর্মস্থল যাত্রাবাড়ী মাদ্‌রাসায় আঙিণায় তাকে সমাহিত করা হয়। [১৫৪]

প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক হাদীস চর্চা ব্যতিত বাংলাদেশে প্রায় প্রতিটি মসজিদেও হাদীসের আলোচনা এবং দরস নিয়মিতভাবে চলে আসছে । সমগ্র বাংলাদেশের মসজিদের প্রতি শুক্রবার জুম্মার নামাযে বিভিন্ন বিষয়ে কুর'আন-হাদীসের আলোকে বাংলা ও আরবী ভাষায় বক্তব্য দেয়া হয়ে থাকে । তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বছরের বিভিন্ন সময়ে মাহফিলের আয়োজন করা হয়ে থাকে, যেখানে কুর'আন-হাদীসের আলোকে বিভিন্ন

বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়। পীর-মাশায়েখগণের খানকাতেও নিয়মিত হাদীসের আলোচনা এবং দরস অনুষ্ঠিত হয়, যার মাধ্যমে অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মুসলিম ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং বিধানাবলি সম্পর্কে অবগত হয়ে তাদের প্রাত্যহিক জীবনে এর অনুশীলন করে আসছেন।

তথ্যনির্দেশ

১. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খন্ড), ই. ফা. বা., মে ১৯৮২, পৃ-৫৩১।

২. সূরা আল-ইমরান, আয়াত ৩১।

৩. সূরা আল-ইমরান, আয়াত ৩২।

৪. সূরা আন-নিসা, আয়াত ৫৯।

৫. মিশকাতুল মাসাবীহ, দিল্লী, পৃ. ৩২৪।

৬. (এ,কে, এম নাজির আহমদ, বাংলাদেশে ইসলামের আগমন, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯, পৃ-২০

৭. এ, কে,এম মুহিউদ্দীন, চট্টগ্রামে ইসলাম, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, পৃ. ৩০।

৮. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান ও অন্যান্য , বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৬৩ ও তোফায়েল আহমদ, যুগে যুগে বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২ পৃ. ৩৮।

৯. ড. আবদুল করিম, চট্টগ্রামে ইসলাম, চট্টগ্রাম ১৯৮০, পৃ. ৯।
এম. রাইছুদ্দীন খান, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, ঢাকা ১৯৮৬, পৃ. ১৮৭.
ড. সুনীতিভূষণ কানুনগো, চট্টগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, হাজার বছরের চট্টগ্রাম, দৈনিক আজাদী, ৩৫ বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা, চট্টগ্রাম ১৯৯৫, পৃ. ২৪।

১০. Dr. Abdul Karim, Social History of the Muslims in Bengal, Chittagong, Baitush Sharaf Islamic Research Institute, 1985, p-25.
(ড. এম. এম. রহীম. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১২০৩ -১৫৭৬) মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, ঢাকা, ১৯৮২, ১ম খন্ড, পৃ ২৬;
সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, বাংলাদেশে ও ইসলাম, ঢাকা, ১৩৯৪ বাংলা, ১ম খন্ড, পৃ. ২৪-২৫।

১১. আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশের ইসলাম, ঢাকা , ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪, পৃ. ৬৪-৬৫।
ড. গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক, ঢাকা ১৯৮২, (তৃতীয় সংস্করণ) পৃ. ৪-৫।

১২. হাদীসুর রহমান, ইসলামের ইতিহাস, আরাফাত পাবলিকেশন, ষষ্ঠ প্রকাশ, ১৯৯০, পৃ.-১৭৭।

১৩. সম্পাদনা পরিষদ, হাদীস শাস্ত্র ও তার ক্রমবিকাশ, প্রকাশনা বিভাগ, জামেয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা পৃ. ১০৮।

১৪. আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫।

১৫. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত. পৃ. ১৯০-১৯১।

১৬. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, কলকাতা, ১৩৮০ বাংলা, পৃ. ২৩৪-২৩৫

১৭. ড. মুস্তাফিজুর রহমান, ভাষা ও ইসলাম, মাসিক আলহক, জুলাই ১৯৯৭, (প্রথম সংখ্যা) চট্টগ্রাম, পৃ. ৯।

১৮. এনামুল হক, বঙ্গে সূফী প্রভাব, কলকাতা, ১৯৩৫, পৃ. ১৬৪।

১৯. (মিনহাজ-ই-সিরাজ, তবকাতে আল-নাসিরি, কলকাতা ১৯৬৪, পৃ. ১৫১।

২০. হাদীস শাস্ত্রে ও তার ক্রমবিকাশ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

২১. প্রাগুক্ত।

২২. আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, মার্চ, ১৯৮০, পৃ. ১০০।

২৩. গোলাম হোসেন সলীম, রিয়াজুস সালাতীন, বাংলা অনুবাদ (বাংলার ইতিহাস) পৃ. ৬০।

২৪. সহীহায়ন শব্দটি হাদীসের একটি পরিভাষা। বুখারী ও মুসলিম শরীফকে একত্রে সহীহায়ন বলা হয়।

২৫. শামীম আরা চৌধুরী, হাদীস বিজ্ঞান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে-২০০১, পৃ. ২৫৪।

২৬. শাহজালাল: তিনি আরব উপদ্বীপের ইয়ামেনের অধিবাসী। তিনি ৫৯৬ হি.সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ, দাদার নাম ইবরাহিম। বাল্যকালেই পিতৃ-মাতৃ হারা হন। তাঁর মামা সৈয়দ আহমদ কবীর সুহরাওয়ার্দী তাঁকে পুত্রের মত লালন-পালন করেন। তিনি বাংলাদেশের সিলেটে এসে সিলেটকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি ৭৪৬ হি. ইনতেকাল করেন।

২৭. হাদীস শাস্ত্র ও তার ক্রমবিকাশ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

২৮. কল্লা শহীদ: তাঁর পূর্ন নাম হযরত সৈয়দ আহমদ গেছুদারাজ কল্লাশহীদ (র.)। তিনি হযরত শাহজালালের সহিত (ইয়ামেন ও অন্যান্য এলাকা থেকে) আগত ১২ জন সঙ্গীর একজন। তিনি কুমিল্লা ও নোয়াখালীতে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি তরপের যুদ্ধে শহীদ হন। আখাউড়া উপজেলার তিতাস নদীর তীরে তাঁর দরগা অবস্থিত।

২৯. রাশতি শাহ: হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) এর বংশধর হযরত রাশতি শাহ (র.) বাংলার সুলতান ফিরোজ শাহের সময় ইসলাম প্রচার করতে বাংলায় আগমন করেন। তাঁর অলৌকিক প্রভাবে মুগ্ধ হয়ে বহু হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করেন। চাঁদপুর জেলার শাহ রাশতি উপজেলার শ্রীপুর গ্রামে তাঁর মাঝার অবস্থিত।

৩০. মাওলানা আতা: তিনি শ্রেষ্ঠ আওলিয়া ছিলেন। যতদূর সম্ভব ১৩০০ খৃ. থেকে ১৩৫০ খৃ. এর মাঝামাঝি কোন সময়ে মাওলানা আতা ওহীদুদ্দীন ইসলাম প্রচারের জন্য দিনাজপুরে আগমন করেন।

৩১. শেখ আখি শিরাজ উদ্দীন: সূফী সাধক আখি সিরাজুদ্দীনের আদি নিবাস বদাউন। বাল্যকালে দিল্লীর বিখ্যাত নিযামুদ্দীন আওলিয়ার সংস্পর্শে আসেন এবং বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নিযামুদ্দীন আওলিয়া ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাকে বাংলায় পাঠান। ১৩২৬ খৃ: তিনি লক্ষণাবর্তীতে আগমন করেন। গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় তিনি ইসলাম প্রচার করেন।

৩২. বদরুদ্দিন আল্লামা: চট্টগ্রামের বিখ্যাত সূফী সাধক। "বদর পীর", "বদর শাহ", "পীর বদর" এবং বদর প্রভৃতি নামে সুপরিচিত। চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারে তাঁর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মাযার চট্টগ্রাম শহরের মধ্যবর্তী বখশী বাজারের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত।

৩৩. হাদীস শাস্ত্র ও তাঁর ক্রমবিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

৩৪. চিহিল গাজী: দিল্লীর বিখ্যাত দরবেশ হযরত কুতুবদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র.) (১১৪৬-১২৩৭ খৃ:) ছিলেন তাঁর মুর্শিদ। মুর্শিদ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি মুঙ্গের হতে উত্তর বাংলার দিনাজপুরে এসে উপস্থিত হন। দিনাজপুরে আস্তানা স্থাপন করে তিনি সেখানে ইসলাম প্রচার করেন।

৩৫. শেখ হুসামুদ্দীন মানিকপুরী: তিনি ছিলেন হযরত নুর কুতুবুল আলমের খলীফা। ভারতের উত্তর প্রদেশের মানিকপুরে তাঁর আদি নিবাস। শেখ হুসামুদ্দীন মানিকপুরী লখনৌতির পীর দরবেশ গণের নাম শুনে আকৃষ্ট হন এবং দেশ ছেড়ে এদেশে এসে নুর কুতুবুল আলমের মুরীদ হন। এ দেশে তিনি কিছুদিন ইসলাম প্রচার করেন।

৩৬. বদরে আলম জাহেদী : বদরুদ্দীন বদরে আলম জাহেদীর জন্ম বিহারে। ছোটবেলা থেকেই তাসাউফ সাধনার প্রতি মনোযোগী হন এবং বাংলার বর্ধমান জেলায় আগমন করে ইসলাম প্রচার করেন।

৩৭. প্রাগুক্ত।

৩৮. প্রাগুক্ত।

৩৯. মুহাম্মদ আবদুল, বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা (১৮০১-১৯৭১), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পি, এইচ, ডি ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৩, পৃ-১০৫।

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ-১০৬।

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ-১১২।

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ-১১৩।

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ-১১৫।

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ-১১৬।

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ-১২০।

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ-১২২।

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ-১২৩।

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ-১২৫।

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ-১২৭।

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ-১২৮।

৫১. পূর্বোক্ত, পৃ-১৩১।

৫২. পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৩।

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৫।

৫৪. ইসলামিক স্টাডিজের সিলেবাস (বি.এ. অনার্স ২০০২/২০০৩-২০০৫/২০০৬) এম.এ (২০০১/২০০২-২০০৫/২০০৬)

৫৫. সিলেবাস, আরবী বিভাগ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৫৬. তথ্যঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস।

৫৭. আবদুস সাত্তার, তারিখে মাদ্রাসা আলিয়া, পৃ. ২৩২-২৩৫

৫৮. আরিফুর রহমান, "মাদ্রাসা বোর্ডে অনিয়মের পাহাড় স্বচ্ছতা আনতে মন্ত্রনালয়ের চিঠি", দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ শে জুন ২০০৪, পৃ. ১৬, ১৩

৫৯. মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ (র.), মাদ্রাসা আলিয়ার ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী ২০০৪, পৃ. ২২-২৩।
নূর মুহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৩৮১

৬০. নূর মুহাম্মদ আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৩৮৪

৬১. প্রাগুক্ত।

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪-৩৮৫।

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬।

৬৪. প্রাগুক্ত, ৩৮৮।

৬৫. হাদীস শাস্ত্র ও তার ক্রমবিকাশ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

৬৬. নূর মুহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৩৯০।

৬৭. প্রাগুক্ত।

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১।

৬৯. প্রাগুক্ত।

৭০. প্রাগুক্ত।

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯২।

৭২. প্রাগুক্ত।

৭৩. প্রাগুক্ত।

৭৪. প্রাগুক্ত, ৩৯৩।

৭৫. প্রাগুক্ত।

৭৬. প্রাগুক্ত পৃ. ৩৯৪।

৭৭. খতমে বুখারী-২০০৪, ধামতী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা (মাদ্রাসা পরিচিতি), প্রকাশনায় ঃ কামিল পরীক্ষার্থী বৃন্দ ২০০৪।

৭৮. নূর মুহাম্মদ আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪।

৭৯. প্রাগুক্ত।

৮০. প্রাগুক্ত।

৮১. খান বাহাদুর আব্দুল হাকিম, বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, মুক্ত ধারা, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮৯, পৃ. ২৫০।

৮২. বার্ষিকী ২০০৪, প্রকাশনায় সাহিত্য সংস্কৃতি বিভাগ, তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা।

৮৩. আঞ্জুমান-ই-রহমানিয়া আহমানিয়া ছুন্নিয়ার অধীন জামেয়া কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার ১৯৮৬ সালের বার্ষিক রিপোর্ট।

৮৪. সাইয়েদ মাহাবুব রেজবী, তারিখে দারুল উলুম দেওবন্দ, দেওবন্দ, ইদারা ইহতিমাম দারুল উলুম, ১৯৯২, ১ম খন্ড, পৃ. ৭৪।

৮৫. নূর মুহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৩৮১।

৮৬. হাদীস শাস্ত্র ও তার ক্রমবিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১-১১২।

৮৭. মাওলানা মুশতাক আহমদ তাহরীকে দেওবন্দ ঢাকা, ১৯৯, পৃ. ১২৮।

৮৮. প্রাগুক্ত।

৮৯. হাদীস শাস্ত্র ও তার ক্রমবিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

৯০. প্রাগুক্ত।

৯১. নূর মুহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৩৮৭।

৯২. মাওলানা মুশতাক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

৯৩. প্রাগুক্ত।

৯৪. প্রাগুক্ত, লালবাগ জামেয়ার গর্বিত অতীত আলোর কাফেলা, (ঢাকাঃ জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া, ১৯৯৭), পৃ. ২২।

৯৫. নূর মুহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৩৮৯।

৯৬. মাওলানা মুশতাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

৯৭. নূর মুহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৩৯০।

৯৮. হাদীস শাস্ত্র ও তার ক্রবিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

৯৯. মাওলানা মুশতাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

১০০. হাদীস শাস্ত্র ও তার ক্রমবিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

১০১. মাওলানা মুশতাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

১০২. নূর মুহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৩৯৪।

১০৩. মাওলানা ইসহাক ফরীদীর সম্পাদনায় ২০০২ সনের খতমে বুখারী উপলক্ষে প্রকাশিত ডায়েরী, পৃ. ৬।

১০৪. হাদীস শাস্ত্র ও তার ক্রমবিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

১০৫. সম্পাদনা পরিষদ, কাফেলা জামেয়া মাদানিয়া বারিধারা ঢাকা, ১৯৮৯ সালের খতমে বুখারী উপলক্ষে প্রকাশিত, পৃ. ১০।

১০৬. ইসলামী বিশ্বকোষ (২৩), ই.ফা.বা. জুন ১৯৯৭, পৃ. ৬১১।

১০৭. শামীম আরা চৌধুরী, হাদীস বিজ্ঞান পৃ. ২৫৪।

১০৮. Dr. Muhammad Ishaq, M.A. Ph.D., India's Contribution to the Study of Hadith Literature, The University of Dacca, 1976, p. 66-69.

১০৯. নূর মুহাম্মদ আজমী হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ২৬৩।

১১০. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৭), খন্ড-২৩, পৃ. ৪১২।

১১১. History of The Fara'idi Movement, Dr. Muin-ud-din Ahmad Khan, Islamic Foundation, October, 1984, p. 145-146.

১১২. অগ্রপথিক সংকলন, আমাদের সুফীয়ায়ে কিরাম, দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, ই.ফা.বা. ঢাকা, জুন ১৯৯৫, পৃ. ২৭৮-২৯৭।

১১৩. নূর মুহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ২৭১।
১১৪. মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ (র.), মাদ্রাসা আলিয়ার ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী ২০০৪, পৃ. ৫৬.
১১৫. নূর মুহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ২২৭।
১১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬-২৭৭।
১১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮-২৭৯।
১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯-২৮০।
১১৯. ইনকিলাব পত্রিকা, ২০০১ সালের ১ অক্টোবর।
১২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১।
১২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩।
১২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩।
১২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪।
১২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।
১২৫. ইসলামী বিশ্বকোষ (৬ষ্ঠ), ই.ফা.বা. পৃ. ২০০-২০১।
১২৬. নূর মুহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৩০২।
১২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬।
১২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬-৮৭।
১২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮।
১৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩-৯৪।
১৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫।
১৩২. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, আল্লামা নিয়াজ মাখদুম আল খোতানী আত তুর্কীস্তানী (রহ.), ১৯৯৪, সবুজ মিনার প্রকাশনী, সোনারগাঁও রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা, পৃ. ৭৬।
১৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮।
১৩৪. মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ, মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, পৃ. ৬৪।
১৩৫. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, "হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী (রহ.), সম্পাঃ মুহাম্মদ তৈয়্যেব ও অন্যান্য, লালবাগ জামেয়ার গর্বিত অতীত আলোর কাফেলা, (ঢাকাঃ জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া, ১৯৯৭), পৃ. ৪১-৪৫।
১৩৬. হাফেয মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা ইসলাম (র.) ও সাথীবর্গ (ঢাকাঃ ই. ফা. বা., ১৯৮৯) পৃ. ১।
১৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯।
১৩৮. মোঃ আবদুস সাত্তার, ফরিদপুরে ইসলাম (ঢাকাঃ ই. ফা. বা., ১৯৯৩), পৃ. ১৬০।
১৩৯. বাংলাপিডিয়া (ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), খন্ড-৯, পৃ. ২৯৩-৯৪।
১৪০. প্রাগুক্ত।
১৪১. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (২), ই. ফা. বা., মে ১৯৮২, পৃ. ৬০।
১৪২. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর-মাশায়েখ (১ম+২য় খন্ড), প্রগতি প্রকাশনী, মে ১৯৮৮, পৃ. ২৪-৮৬।
১৪৩. মাওলানা শামছুল হক, "হযরত মাওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খান (রহ.)", সম্পাঃ মুহাম্মদ তৈয়্যেব ও অন্যান্য, লালবাগ জামেয়ার গর্বিত অতীত, আলোর কাফেলা, (ঢাকাঃ জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া, ১৯৯৭), পৃ. ৮১।
১৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮৫।
১৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

১৪৬. মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ, "হযরত মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহ.)", সম্পাদঃ মুহাম্মদ তৈয়্যেব ও আন্যান্য, লালবাগ জামেয়ার গর্বিত অতীত আলোর কাফেলা, পৃ. ৯১-৯৩।

১৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

১৪৮. আবদুল জলীল, "হযরত মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ মুহাদ্দিস সাহেব হুযুর (রহ.)", লালবাগ জামেয়ার গর্বিত অতীত কাফেলা, সম্পাঃ মুহাম্মদ তৈয়্যেব ও অন্যান্য, পৃ. ১০৯-১১৮।

১৪৯. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর-মাশায়েখ, প্রগতি প্রকাশনী, মে ১৯৯৮ ইং, পৃ. ২০৭-২১৮।

১৫০. মুহাম্মদ ইসমাইল ইউসুফ, "হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল মু'ঈয (রহ.)", লালবাগ জামেয়ার গর্বিত অতীত, পৃ. ১২২-১২৭।

১৫১. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর-মাশায়েখ (১ম+২য় খন্ড), প্রগতি প্রকাশনী, মে ১৯৮৮, পৃ. ২৪৯-২৫৩।

১৫২. ইসলামী বিশ্বকোষ (১ম খন্ড), ই.ফা.বা. জানুয়ারী ১৯৮৬, পৃ. ৪৬৭-৪৬৮।

১৫৩. মুহাম্মদ আবু আশরাফ, "হযরত মাওলানা আব্দুল ঢাকুবী হুযুর (রহ.)", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬-১৪৫।

১৫৪. মুহাম্মদ আব্দুল মতিন বিন হুসাইন, "হযরত মাওলানা ছালাহুদ্দীন শায়েখজী (রহ.)", পৃ. ১৫০-১৫৯।